বিশ্বের প্রথম খেজুরের তৈরি কোমল পানীয় বাজারে আনল সৌদি

● ● ● ●
সারে-জমিন

আবাস তালিকায় নাম না থাকায় ভাইপোর হাতে খুন হলেন কাকা
রূপসী বাংলা

পড়ুয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান পর্যায়ক্রমিক বার্ষিক মূল্যায়ন
সম্পাদকীয়

মূক জনতার মহানায়ক আম্বেদকর
রবি-আসর

চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ২-০ তে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

● ● ● ●
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৮ ডিসেম্বর, ২০২৪
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 331 ■ Daily APONZONE ■ 8 December 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রাজ্যসভায় তৃণমূল প্রার্থী ঋতব্রত

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর-কাণ্ডের জেরে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জহর সরকার। সেই আসন এতদিন ফাঁকা ছিল। তবে সাংসদ হিসাবে আরও ১৫ মাসের মেয়াদ বাকি ছিল জহরের। এবার সংসদের উচ্চকক্ষে সেই শূণ্য আসনের জন্যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল রাজ্যের তৃণমূল সরকার। শনিবার সমাজ মাধ্যমে তৃণমূলের তরফে এমনটা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যসভার উপনির্বাচন আসন্ন, তাই উপনির্বাচনের প্রাক্কালেই শূন্য সংসদ আসনের জন্যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের তরফ থেকে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'আসন্ন রাজ্যসভার উপনির্বাচনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হচ্ছে। ওঁকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করব, তিনি রাজ্যসভায় তৃণমূলের যোগ্য উত্তরাধিকারির পদ বহন করবে। প্রত্যেক ভারতীয়ের অধিকারের কথা বলবেন।' পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজমাধ্যমে ঋতব্রতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, ঋতব্রত, আপনি এই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। যিনি রাজ্য জুড়ে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

তিন শিশুকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করতে নির্মম প্রহার

আপনজন ডেস্ক: মধ্য প্রদেশের রাতলামে একজন যুবক ৬, ৯ এবং ১১ বছর বয়সি তিন শিশুকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করতে মারধর করার ঘটনা ঘটে। ওই তিন শিশু-কিশোরের প্রতি ওই যুবকের অমানিবকতার ভিডিও আসায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আরও দৃষ্টান্ত সামনে উঠে এসেছে। মাস দেড়েক আগের সেই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পুলিশ অত্যাচারিত শিশুদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে।

মধ্যপ্রদেশের রাতলাম

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি বাড়ির সিঁড়িতে তিন মুসলিম শিশু বসে আছে। সেখানে এক যুবক শিশুদের বলছেন যে তারা সিগারেট খাওয়া শিখছে। তোমার বাবার নাম্বারটা বলো। তারপর গালিগালাজও করতে থাকে। এরপর চড় থাপ্পড় মারতে থাকে। সেই সময় একজন শিশু সেই মার সহ্য করতে না পেরে 'ইয়ে আল্লাহ' বলে ওঠে যন্ত্রণায়। তখন ওই যুবক নিজের জুতো পা থেকে খুলে তাকে নিরন্তর মারতে থাকে। শুধু তাকে নয় তার পাশে থাকা অপর দুই শিশুকে নির্মমভাবে মারে। তারপর তাদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বলে। সেসময় ভয়ে তিন শিশুকে হাত উঁচু করে কাতর কণ্ঠে জয় শ্রীরাম বলতে দেখা যায়। সেই লাঞ্ছিত করার দৃশ্য ওই যুবকের এক সঙ্গী ভিডিও রেকর্ড করে বলে জানায়। ওই শিশু-কিশোরেদের পরিবারকে মামলা দায়েরে সহায়তা করা

মাজকর্শী ইমরান খোখার অভিযোগ করেন, ঘটনাটি এক মাস আগে ঘটেছিল কিন্তু একজন সন্দেহভাজন 'মদ্যপ' অবস্থায় ভিডিওটি ফাঁস করে দেন। তিনি মজা করার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করেন। ভুক্তভোগী তিনজন এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে ঘটনাটি তারা বাড়ির কাউকে বলতে সাহস পায়নি। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা তাদের পরিবারকে জানায়।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর রাতে মানকচক থানার বাইরে এক বিশেষ ধর্মের বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন। থানার বাইরে ক্রমবর্ধমান ভিড় দেখে এএসপি রাকেশ খাখা, সিএসপি সত্যেন্দ্র ঘাঁঘোরিয়া, এসডিওপি কিশোর পাটানওয়ালা, ডিএসপি অজয় সারওয়ান এবং শহরের সমস্ত থানার ইনচার্জ, বিলপাঙ্ক থানার ইনচার্জ সহ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। লোকজনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি জনতাকে বুঝিয়ে বিদায় দেন।
এক ভুক্তভোগীর বাবা বলেন, আমার ছেলে লাঞ্ছনার কথা বলতে সাহস পায়নি। তিনি বলেন, আমাদের দেশের পরিবেশ এতটাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে যে ছোট ছোট শিশুরাও ঘৃণার শিকার হচ্ছে।

ধর্মস্থান আইন ১৯৯১ নিয়ে মামলার বিশেষ বেঞ্চ প্রধান বিচারপতির

আপনজন ডেস্ক: ভারতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদনের শুনানির জন্য একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছেন। প্রধান বিচারপতি খান্নার নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথন। আগামী ১২ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় মামলার প্রথম শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। শনিবার আদালতের প্রকাশিত কার্যতালিকায় মামলাটি নবগঠিত বিশেষ বেঞ্চে দেখানো হয়। এই মামলায় ১৯৯১ সালের আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটি পিটিশন জড়িত। আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় সহ আবেদনকারীরা ১৯৯১ সালের আইনে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখদের তাদের উপাসনালয়গুলি "পুনরায় দাবি" করার নিষেধাজ্ঞা জারির বিরোধিতা করেন আদালতে। অন্যদিকে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের মতো মুসলিম সংগঠনগুলি বলছে, জনস্বার্থের আবেদনগুলি এমন একটি কেন্দ্রীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না, যা ধর্মীয় স্থানগুলির রক্ষাকবচ দিয়েছে। কারণ, ধর্মস্থান আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগসের আগের ধর্মস্থানগুলি চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না।

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

38 Years in service to the society

এতিম শিশুদের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

আমার বাড়ি শান্তিনীড়

তৃতীয় বছরে পদার্পণ করল স্বপ্নের আবাসস্থল, যেটি এতিম শিশুদের আধুনিক শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম 'শান্তিনীড়'।

আল-আমীনের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র এতিমরা 'শান্তিনীড়'কে আপন বাড়ি ভেবে আধুনিক শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে। মিশনের উদ্দেশ্য আজ সফল।

শান্তিনীড়ের শিশুরা থাকবে

হাওড়া | বীরভূম
মুর্শিদাবাদ
দক্ষিণ দিনাজপুর
কোচবিহার-এ

For Application Form

Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

Offline ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ Online ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

website: www.alameenmission.org

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯

Al-Ameen Mission

A socio-academic institution with a difference

38 Years in service to the society

Congratulations to the students of X & XII std. in CBSE Examinations 2024

The Glorious Performance of the students in CBSE X std.

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	46
89 – 80	89
79 – 70	48
69 – 60	24

97.4%
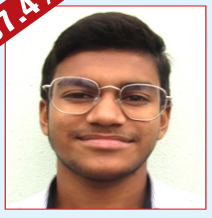
Nawaz Muntasir

96.8%

Sahan Shaikh

96.2%

Md Rajebul Haque

96%

Sk Alim Tanzim

95.4%
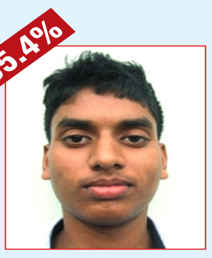
Zaid Iqbal

95%

Sk Md Samim

94.6%

Shadab Waris

94.6%
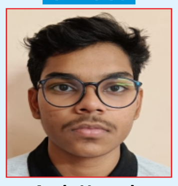
Amir Hossain

The Glorious Performance of the students in CBSE XII std.

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	6
89 – 80	17
79 – 70	11
69 – 60	1

94.4%

Md Iyamin Sekh

92.6%

Md Mamun Khan

92.2%

Ashif Biswas

92%

Shan Molla

90.6%
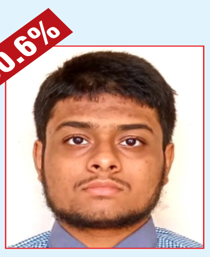
Ammar Ajmal Hakim

90%

Mannat Sultana

Admission Notice 2025-26

English Medium V–IX & XI Sc. (Boys & Girls)

Online Form Fill-up is going on

Last date of application
30 December 2024

Scan QR

Admission Test
12 January 2025

website: www.alameenmission.org

CAMPUSES

Al-Ameen Residential Academy Budge Budge

Al-Ameen Mission Academy Kharagpur

Al-Ameen Mission Academy Malda

Al-Ameen Mission Academy Birbhum and Al-Ameen Mission School Birbhum

Al-Ameen Mission Academy Indore (MP) in collaboration with Pakiza Edu. Group

Al-Ameen Excellent Academy Santragachi (Girls)

Al-Ameen Residential Academy Lalbagh

Al-Ameen Mission Academy Memari

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah Central Office: D J 4/9, New Town, Kolkata 700 156
City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 74790 20043/ 59/ 66/ 76/ 79

প্রথম নজর

দুর্নীতির অভিযোগ বড়জোড়া হাসপাতালে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক কীটস কেনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে "সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম" ডেপুটেশন দিল বাঁকুড়া জেলার সি এম এইচ কে।

তাঁদের অভিযোগ,বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নয় লক্ষ টাকার ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক কীটস কেনা হয়েছিল নিয়ম বহির্ভূতভাবে। এই বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ওইসব ওষুধ এবং ডায়াগনস্টিক কীটসের মান নিয়ে। যে কীটস গুলো বিভিন্ন মানুষের উপর ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি, সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে নিম্নমানের ওষুধ ব্যবহারের ফলে অনেক রোগের রোগ প্রশমন হচ্ছে না উপরন্তু নানান রকমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।ডায়াগনস্টিক কীটের সঠিক মান ঠিক না থাকায় ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি আর জি কর মেডিকেল কলেজের কর্মস্থলে তরুণী চিকিৎসকের নিশংস খুন ধর্ষণের ঘটনার পরে যেভাবে ওই কলেজে ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক কীটস নিয়ে নানান দুর্নীতির কথা উঠে আসছে তাতে আতঙ্কিত। এরপরেও আমাদের জেলায় যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য যথাযথ অবস্থা নেয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই ঘটনার উপযুক্ত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ও দাবি জানিয়েছেন।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে মিছিল

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের তরফে ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালন ও ওয়াকফ বিল ২০২৪-এর প্রতিবাদ মিছিল হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের কোম্পানির রাস্তার মোড় থেকে বকুলতলা নতুনহাট পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, ছিলেন জয়নগর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, তৃণমূল যুব সভাপতি হারুন রশিদ মোল্লা সহ ব্লক তৃণমূলের নেতারা।

তিলপাড়া ব্যারেজ সংস্কারের জন্য দু'মাস বন্ধ থাকবে ভারী যান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর সিউড়িতে অবস্থিত তিলপাড়া মিহিরলাল ব্যারেজ মেরামতের জন্য দুই মাস ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয় জেলা প্রশাসনের মিটিং থেকে। সিউড়িতে এ বিষয়ে আলোচনা সভায় বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখার্জি, পাঁচামি মাইনস অনার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, লরি মালিক সংগঠন ও ব্যবসায়ী সমিতির লোকজন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার আধিকারিকদের সাথেও ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন।

এই ব্যারেজে সম্প্রতি ফাটল লক্ষ্য করেন বিশেষজ্ঞরা। যার ফলে ব্যারেজটি দ্রুত মেরামত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় প্রশাসনিক ভাবে। এই মেরামতির কাজের জন্যোই তিলপাড়া ব্যারেজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে এই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং তা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই মাস এই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ থাকবে। জানা গিয়েছে এই দুই মাস এই ব্যারেজের তিলপাড়া ব্যারেজ দিয়ে কোন ভারী যান চলাচল করা যাবে না। তবে যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি , বাইক এবং তিন চাকার যান গুলি চলাচল করতে পারবে।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী দুই মাস তিলপাড়ার ব্যারেজের মেরামতির কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিলপাড়া ব্যারেজ দিয়ে ভারী যান চলাচল করতে পারবে না। পরিবর্তে তথা বিকল্প রাস্তা হিসেবে সিউড়ি ভায়া আমজোড়া রানীশ্বর হয়ে শেওড়াকুড়ি মোড়ে জাতীয় সড়কে উঠবে। অন্যদিকে মহম্মদ বাজার থেকে সাঁইথিয়া হয়ে সিউড়িতে ঢুকবে। উল্লেখ্য জেলায় পাথর শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে জেলার একটি বড় অংশের অর্থনীতি। সেটাকে লক্ষ্য রেখে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: পৃথিবীতে শিক্ষকদের পরিচিতি সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে। সে অর্থে বলতে গেলে মা-বাবার পরেই সম্মানের যে স্থানটা পেয়ে থাকেন শিক্ষকরাই। আর সেই শিক্ষককূলের কোনও সদস্যের থেকেই যদি অসামাজিক কোনও কাজের অভিযোগ আসে, তখন গোটা সমাজ সেই শিক্ষককে বাঁকা নজরে দেখে বৈকি। এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের, কুলি কলেজ ঘোষ স্মৃতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিভাবকের অভিযোগ তিনি নাকি মদ্যপান করেন । এবং শুধু অভিযোগই নয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ১২ দফা লিখিত অভিযোগ জানায় তারা।তবে প্রধান শিক্ষক সাদুকুল ইসলাম বলেন মিথ্যা অভিযোগ ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমি দুমাস ধরে অসুস্থ আমার স্ট্রোক হয়েছিল আমার চিকিৎসা চলছিল তাই আমি স্কুল আসতে পারিনি। হাঁটা চলাচল করার সময় আমার পা টা ঠিক মতো মাটিতে পড়ে না। সেই কারণে অনেকে সন্দেহ করে আমি অসুস্থ আমি একজন রোগী। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে সব মিথ্যা। এটা একটা চক্রান্ত করে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান কুলি কলেজ ঘোষ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ও স্কুলের সহকারী শিক্ষকরা বলেন প্রধান শিক্ষক অসুস্থ তবে স্কুলের কোন অসুবিধা আমরা হতে দিই না। সমস্ত ক্লাস আমরা নিয়ে থাকি।

একজন অভিভাবক নীলু দার শেখ বলেন, আজ নয় অনেকদিন থেকে এই স্কুলের পঠন পাঠন স্কুলের পরিকাঠামো মিড ডে মিলের খাবার থেকে শুরু করে। দিন দিন অক্যজ হয়ে পড়ছে।

আবাস তালিকায় নাম না থাকায় ভাইপোর হাতে খুন হলেন কাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আবাস নিয়ে এবার খুনের ঘটনা উলুবেড়িয়ায়!জানা গেছে,আবাসের তালিকায় নাম না থাকার সন্দেহে কাকাকে খুন করল ভাইপো!ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেলে উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বেশ্বরপুর গ্রামে। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত পলাতক। জানা গেছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীর কারসাজিতেই আবাস যোজনার তালিকায় নাম বাদ গিয়েছে। এই সন্দেহে পঞ্চায়েত সদস্য রানুবালা পন্ডিতের স্বামী সমীরণ পন্ডিতকে (৫৪) কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল মৃতের খুড়তুতো ভাইপো বিকাশ পন্ডিত ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক দিন আগে আবাস যোজনার নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় বিকাশ পন্ডিতের নাম ছিল না। যেটা নিয়ে বিকাশের একটা সন্দেহ ছিল, তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেওয়ার পেছনে তাঁর কাকা সমীরণের হাত আছে। এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছিল। কিন্তু তাতেও অশান্তি মেটেনি। বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে বিকাশ পন্ডিত ও তার সঙ্গীরা সমীরণকে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বলে অভিযোগ।শুক্রবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় সমীরণকে প্রথমে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হলে মাঝপথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়!মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বাগান্ডায় সমীরণ পন্ডিতের তিন বছরের নাতির জন্মদিন ছিল। বিকেলে জন্মদিন বাড়ি থেকে ফিরে জরির কাজ আনতে গিয়েছিলেন সমীরণ। অভিযোগ, ফেরার পথে বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে বিকাশ পন্ডিত ও তার সঙ্গীরা সমীরণকে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা পালায়।এরপর সমীরণকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় কলকাতায়।সেখানেই যাওয়ার পথেই রাস্তায় মৃত্যু হয়।পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।

কেন্দ্র ওয়াকফ সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে উঠেপড়ে লেগেছে: আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: বাবরি মসজিদ ধ্বংসের স্মরণে শুক্রবার ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে ধিক্কার দিবসের আয়োজন করছিল ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত। এই মাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী। সমাবেশে আব্বাস সিদ্দিকী বলেন, এই দেশের সরকার হল জালিম, স্বৈরাচারী, সংবিধান বিরোধী। তারা দেশের সম্পদ যেমন লুঠ করছে, তেমনি দেশের সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদও হস্তগত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওয়াকফ সম্পত্তি হল মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পদ। মুসলমান সমাজের বিকাশের জন্য, সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য এই সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা আল্লার নামে দান করে গেছেন। সংস্কারের নামে কেন্দ্রীয় সরকার এটাকেই দখল নিতে চাইছে। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না।আব্বাস সিদ্দিকী এই বিশাল সমাবেশের সামনে বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে সমাজের বিপদগুলিকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেস আমলে যে ওয়াকফ আইন চালু হয়েছিল, সেই আইনকেই সংশোধনের নামে পালটে দিয়ে ওয়াকফ বোর্ডে মুসলমানদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এই দেশের হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, দলিত, খৃষ্টান, শিখ, জৈন- সবাই পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই। কিন্তু একের অন্যের হক কেন কেড়ে নেবে? এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি কিংবা খৃষ্টানদের গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে মুসলমানরা যেমন থাকবেন না, সেইরকম ওয়াকফে অন্য সম্প্রদায় মানুষের থাকার কোন দরকার নেই। আব্বাস আরও বলেন, আসলে সারা দেশজুড়ে প্রায় ২৭ লক্ষ বিঘে ওয়াকফ সম্পত্তিকে দখল করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে সরকার।

আব্বাস সিদ্দিকী এই প্রসঙ্গে এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেন, তাদের ১৩ বছরের শাসনে কয়টি ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে তার হিসেব দেওয়া হোক। আব্বাস অভিযোগ করেন, সব সরকারই ওয়াকফ সম্পত্তির সম্পদ নয়ছয় করেছে। এদিনের সমাবেশে তিনি দেশের সংবিধান বহির্ভূত কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে ১৯৯১ সালে তৈরি উপাসনাস্থল আইনকে কঠোরভাবে বলবৎ করার পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, দেশ বিরোধীরাই মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়তে চায়। এদের বিরুদ্ধে সংবিধানকে সামনে রেখে দীর্ঘ সংগ্রামের আহ্বান জানান আহলে সুন্নাতুল জামাতের কর্ণধার। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সম্পাদক পীরজাদা বাইজিদ আমিন, সারা বাংলা মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি সাধারণ সম্পাদক সেখ মেহেবুব আহমেদ প্রমুখও।

প্রতিশ্রুতি পূরণ শাসক দলের, বকুন্দা ও শিমুলগাছি ব্রিজের শিলান্যাস হল

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসনের কাচকল সংলগ্ন বোকুন্ডা ও শিমুলগাছি ব্রীজের দাবিতে ভোটের আগে পথ অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন । সে সময় ব্রীজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল শাসকদল তৃণমূল । স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সেই প্রতিশ্রুতি মতো এবার পাকা ব্রীজ পেতে চলেছেন ওই দুই গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার ৮৪ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হতে চলা ওই ব্রীজের শিলান্যাস করেন সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী । ব্রীজ নির্মাণের ফলে বারাসাত-২ ব্লক ও বারাসাত-১ ব্লকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে । বিদ্যাধরী নদীর শাখা নদীর উপর ৩০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া এই ব্রীজের কাজ আগামী বর্ষার আগে ৫ মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী।

এদিকে পাকা ব্রিজ পেয়ে খুশি হয়ে এদিন গ্রামের মহিলারা সভাধিপতিকে মানকচু, লাউ, পেঁপে সহ পিঠাপুলির জন্য খেজুরের গুড়, আটা উপহার দেন। কাজের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে নরেন্দ্র মোদির শিক্ষক বলেও দাবি করেন নারায়ণ গোস্বামী । তাঁর মতে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও শিখতে হবে । ভালো কাজ শেখার শিক্ষক আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কাছ থেকেই শিখতে হবে । নরেন্দ্র মোদির শিক্ষক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।' এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলাম, বারাসাত-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনোয়ারা বিবি, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ-উদ-জামান, সদস্য সাবিনা, দাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই প্রমুখ । জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই ব্রীজ নির্মাণের শিলান্যাস হওয়ায় সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আব্দুল হাই বলেন, তৃণমূল আমলে যেভাবে গ্রাম বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে তা সাধারন মানুষ চিরদিন মনে রাখবে । এলাকার সমস্ত মানুষকে উন্নয়নের নিরিখে তৃণমূলের পাশে থাকার অনুরোধ জানান তৃণমূল নেতা আব্দুল হাই ।

গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শিল্পকর্তাদের নিয়ে সম্মেলন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শিল্পস্থাপনে গতি আনতে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে শনিবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম শুরু হল সিনার্জি-২০২৪। মালদা সহ উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এই তিন জেলায় শিল্প সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদহে অনুষ্ঠিত হল সিনার্জি এন্ড বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে এই সিনার্জি-র আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গের দুই জেলায় এবার সিনার্জি-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সিনার্জি- ২০২৪ এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। ব্যবসায়ী ও শিল্পদ্যোগীদের সামনে শিল্পের অনুকূল পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং বিনিয়োগের বার্তা দিতেই এই কনক্লেভের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন। মধ্যবঙ্গের তিন জেলার সভাধিপতি, জেলাশাসক, একাধিক বিধায়ক, পৌরসভার চেয়ারম্যান হ শিল্পোদ্যোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধনে জেলা সভাধিপতি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের গোপালপুর ও দোমোহনা হাই মাদ্রাসা যাওয়ার রাস্তাগুলির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হলো শনিবার। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল ও করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের সূচনা করেন। এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই রাস্তাগুলির নির্মাণ এলাকাবাসীর বহুদিনের দাবির ফসল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক গৌতম পাল জানান, "দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে আজ আমরা এলাকাবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি। ফিফটিন ফাইনান্স প্রকল্পের আওতায় আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে আমরা এই কাজ বাস্তবায়িত করছি।" উদ্বোধনের পর উপস্থিত এলাকাবাসীরা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "এতদিনের দুর্ভোগের অবসান হবে এই রাস্তাগুলি নির্মাণের মাধ্যমে। আশা করি, দ্রুত কাজ সম্পন্ন হবে।"

জন সংযোগে উদ্যোগী হলেন সুতি থানার ওসি

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে এবং পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুলতে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার ওসি বিজন রায়ের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার বিভিন্ন এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরল পুলিশ। প্রথমবারের মতো পুলিশকে কাছে পেল এলাকাবাসী। শনিবার সুতি থানার ছাবঘাটি শানুর মোড় এলাকায় জনসংযোগ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। জনসংযোগে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। যে কোন প্রয়োজনে পুলিশের কাছে আসার জন্য বার্তা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে।

মূলত অপরাধ কমানোর লক্ষ্যে এবং মানুষকে পুলিশের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসতে সুতি থানা পুলিশ অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। সুতির সাধারণ মানুষ পুলিশের অভিনব এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে তিনদিনের লোকসংস্কৃতি উৎসব

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার বিকেলে তিনদিন ব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসবের সূচনা হলো লালবাগের নূতনগ্রাম হাইস্কুল ময়দানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, সদর মহকুমা শাসক, উপ-শাসক লালবাগ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের একাধিক আধিকারিক সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। লালবাগ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক নন্দিতা পাত্র বলেন, 'জেলার মধ্যে লালবাগ মহকুমায় লোকসংস্কৃতি শিল্পী সর্বাধিক। সেই কারণে লালবাগের নূতনগ্রাম হাইস্কুল ময়দানে গতবছরের মত এবছরও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।' মন্ত্রী আখরুজ্জামান বলেন, 'চর্চার অভাবে যেসব শিল্প-সংস্কৃতি গুলো অবলুপ্ত হতে বসেছিল সেগুলোকে লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।' জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা বলেন, 'বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি বা প্রতিভা বজায় রাখতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তারই একটা অংশ তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান।' মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শিল্প-সংস্কৃতি যেমন আলকাপ, রাইবেশে, কবিগান, জারিগান, আদিবাসী নৃত্য, বাউল গান, যাত্রাপালার মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে শুক্র, শনি ও রবিবার।

নদী ভাঙন প্রতিরোধে পদযাত্রা ফরাক্কায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফরাক্কা

আপনজন: এসডিপিআই আয়োজিত নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ যাত্রার উদ্বোধন হল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজ মাঠ থেকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় অভ্যন্তর্গামী দুই প্রধান নদী হল গঙ্গা নদী ও পদ্মা নদী। উক্ত দুই নদীর দশকের পর দশক ধরে ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আসছে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার সংযোগস্থলে গড়ে তোলা ফরাক্কা ব্যারেজ মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তীরবর্তী গ্রামগুলি ভাঙনের শিকার হয়েছে। রাজ্য সহ সভাপতি স্বপন কুমার বিশ্বাস বলেন, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলা অনেক ওজনদার রাজনৈতিক নেতা তৈরি করেছে কিন্তু নদী ভাঙন বন্ধ করার জন্য কেউই কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। ফলে গঙ্গা ও পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্গতি বয়ে নিয়ে আসছে। রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম বলেন, নদী ভাঙ্গন হল রাষ্ট্রীয় সমস্যার একটি প্রধান অঙ্গ। তিনি বলেন আগামীতে ইতিহাস বলবে গঙ্গা পদ্মা ও ভাগীরথী মালদা ও মুর্শিদাবাদের দুঃখ। তিনি গঙ্গা পদ্মা ভাগীরথীর ভাঙনের সমাধানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজ্য সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন নদী ভাঙন প্রতিরোধে সরকারের উদাসীনতা ও ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। মঞ্চে উপস্থিত বিশেষ অতিথি "অধিকার বাংলা" র রক্তিম ঘোষ একাধিক নদী বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরে ফরাক্কা ব্যারেজের অবৈজ্ঞানিক কাঠামোর কথা উল্লেখ করেন। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম জানানম এই পদযাত্রার সমাপ্তি হবে ১৪ ডিসেম্বর লালগোলার এম এন একাডেমী ময়দানে 'গর্জন সমাবেশ'-এর মাধ্যমে।

প্রথম নজর

মসজিদে নববিতে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

আপনজন ডেস্ক: মদিনার মসজিদে নববিতে আগত নারী হাজি ও জিয়ারতকারীদের নতুন ৯টি নির্দশনা জারি করা হয়েছে। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববির পরিচালনা পরিষদ এসব নির্দেশনা জারি করেছে।
সংস্থার এক্স অ্যাকাউন্টে জারি করা নির্দেশনায় নারী জিয়ারতকারীদের উদ্দেশে বলা হয়, আমরা আশা করি, আপনি যখন মসজিদ নববিতে আসবেন; তখন শিষ্টাচারের প্রতি কঠোরভাবে মনোযোগী হবেন।
প্রশাসনের জারি করা নির্দেশনায় শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কারও ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যঘাত ঘটে না।
নির্দেশনায় জোর দিয়ে বলা হয়, মসজিদে নববিতে আসার সময় নারীদের ইসলাম অনুমোদিত হিজাব ব্যবহার করতে। সেই সঙ্গে মসজিদে নববিতে কর্মরত নারী কর্মীদের সহযোগিতা করার জন্যও বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।
অন্য নির্দেশনাগুলো হলো- মসজিদে ঘুমানো ও শোয়া এড়িয়ে চলা, জামাতের সময় সারিবদ্ধ হয়ে কাতার সোজা করার বিষয়ে যত্নবান হওয়া।
মসজিদে নববি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহযোগিতার পাশাপাশি যেখানে-সেখানে খাবার না খাওয়া, উচ্চস্বরে কথা না বলা, নিজ নিজ জিনিসপত্র সঙ্গে রাখা এবং কার্পেটের ওপর জুতা দিয়ে হাঁটা এড়িয়ে চলারও নির্দেশনা দিয়েছে হারামাইন প্রশাসন।
অনেক নারী মসজিদে নববিতে আসার সময় হিজাব পরেন না, আবার অনেকে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগির পরিবর্তে কথা বলে সময় ব্যয় করেন, যা সেখানে উপস্থিত অন্য নারীদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়, এটাও শিষ্টাচারেরও পরিপন্থী।
উল্লেখ্য, উমরা পালনের আগে-পরে সবাই মসজিদে নববিতে আগমন করেন। তারা এখানে এসে নামাজ আদায়, হজরত রাসুলুল্লাহ সা.-এর রওজা জিয়ারত এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।

বিশ্বের প্রথম খেজুরের তৈরি কোমল পানীয় বাজারে আনল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: কোমল পানীয়ের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেকেই এড়িয়ে যান। স্বাস্থ্যসচেতন কোমল পানীয় প্রেমীদের জন্য সৌদি আরবে বাজারে এলো খেজুরের তৈরি কোমল পানীয় মিলাফ কোলা। প্রাকৃতিক সুপার ফুড হিসেবে পরিচিত খেজুর দিয়ে তৈরি মিলাফ কোলাতে স্বাদ ও পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি। সম্প্রতি রিয়াদ ডেট ফেস্টিভ্যালে এই পানীয়টির উদ্বোধন করেন সৌদি কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রহমান আল-ফাদলি ও থুরাথ আল-মদিনা কোম্পানির সিইও বান্দার আল-কাহতানি। সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান থুরাথ আল-মদিনা মিলাফ কোলার উৎপাদক। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলাফল এই মিলাফ কোলা। আন্তর্জাতিক খাদ্যনিরাপত্তা এবং গুণগত মান বজায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এটি। স্বাদ ও পুষ্টির দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে এটি বেশ জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করছেন তারা।
মিলাফ কোলার উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আরো জানায়, সৌদি আরবে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা উচ্চমানের খেজুর দিয়ে এই কোমল পানীয়টি তৈরি করা হয়েছে। প্রচলিত কোমল পানীয়ের চেয়ে এটি অনেক স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। সৌদি আরবের পরিবেশবান্ধব এবং স্থানীয় পণ্য প্রচারের ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিলাফ কোলার মতো খেজুরের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্য উদ্ভাবনে কাজ করে থুরাথ আল-মদিনা। কোম্পানির একজন মুখপাত্র বলেন, আমরা ভবিষ্যতে খেজুরের তৈরি আরও পণ্য বাজারে আনার পরিকল্পনা করছি। মিলাফ কোলা তো কেবল শুরু। আমরা এমন একাধিক পণ্য নিয়ে কাজ করছি, যা বিশ্বব্যাপী খেজুর ব্যবহারের পদ্ধতিকে বদলে দেবে। পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ও সৌদি আরবের শিল্পকে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দিতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান তারা। খেজুরের তৈরি নতুন আরো পণ্য নিয়ে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পার্লামেন্টের বাইরে হাজার হাজার জনতার বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ার অন্যতম গণতান্ত্রিক ও সম্পদশালী দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের অভিশংসনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এরই মাঝে দেশটির পার্লামেন্টের সামনে হাজার হাজার নাগরিক উপস্থিত হয়ে প্রেসিডেন্টের অপসরণ দাবিতে বিক্ষোভ করছে।
অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল প্রেসিডেন্ট ইউনের অভিশংসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ বিরোধীদের আনা অভিশংসন প্রস্তাবে তারা একমত নয়। প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দিতে যখন ভোট শুরু হবে তখন পার্লামেন্ট থেকে বের হয়ে গেছেন ক্ষমতাসীন দলের এমপিরা।
পার্লামেন্ট থেকে ক্ষমতাসীন দলের এমপিদের বের হয়ে যাওয়ার মানে হলো অভিশংসন প্রস্তাব পাস হতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন তা নাও হতে পারে। এর আগে ইউন সুক ইওল পদত্যাগ না করে ক্ষমা চান।
ইউন বলেন, সামরিক আইন জারির পর আমি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও আইনগত বিষয়কে পরিহার করছি না। তবে সিদ্ধান্তটি হতাশা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট বলেন, যারা আশাহত হয়েছেন তাদের প্রতি আমি দুঃখিত ও ক্ষমা চাচ্ছি।
১৯৮০ সালের পর কোরিয়ায় প্রথম বারের মতো গত মঙ্গলবার সামরিক আইন জারি করে ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়েন ইউন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২৩৩ বছরের পুরনো দৈনিক অবজারভার বিক্রির সিদ্ধান্ত

আপনজন ডেস্ক: বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সংবাদপত্র অবজারভার। বর্তমানে এই সংবাদপত্রটির বয়স হয়েছে ২৩৩ বছর। ১৭৯১ সাল থেকে প্রতি রবিবার প্রকাশিত হয়ে আসছে পত্রিকাটি। শুক্রবার অবজারভারের মালিক প্রতিষ্ঠান স্কট ট্রাস্ট ও গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপের বোর্ড সদস্যদের বৈঠকের পর সংবাদপত্রটি বিক্রির ঘোষণা দেওয়া হয়। জানা গেছে, টরয়েস মিডিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান কিনে নিচ্ছে অবজারভার। এই সংবাদমাধ্যমটি পরিচালনা করছেন বিবিসি ও দ্য টাইমের সাবেক কর্মকর্তা জেমস হার্ডিং এবং যুক্তরাজ্যে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ বারজান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

আপিলে হেরে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধের পথে টিকটক

আপনজন ডেস্ক: চীন ভিত্তিক জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকের কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা বিক্রির নির্দেশনা চ্যালেঞ্জ করে করা আবেদন বাতিল করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত। যার ফলে দেশটিতে অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার পথ আরো সুগম হয়েছে। আদালতের রায়ের পর টিকটক জানিয়েছে, তারা এই মামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে লড়বে।
আইন অনুযায়ী, টিকটককে ২০২৫ সালের শুরুতে নিষিদ্ধ বা বিক্রি করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি টিকটক আশা করেছিল, একটি ফেডারেল আপিল আদালত তার যুক্তির সঙ্গে একমত হবেন, কারণ এই আইন অসাংবিধানিক।
টিকটক বলছে, এই আইন ১৭ কোটি মার্কিন ব্যবহারকারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ‘অভূতপূর্ব আঘাত’ হানছে কিন্তু আদালত আইনটিকে বহাল রেখেছেন। আদালত বলেছেন, ‘এই আইন দীর্ঘমেয়াদী, দ্বিদলীয় পদক্ষেপ এবং পরপর কয়েকজন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ ফলাফল। টিকটকের একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমেরিকানদের বাকস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে এবং আমরা আশা করি, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ইস্যুতে ঠিক তাই করবে।’

গাজায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট, এক টুকরো রুটির জন্য কাঁদছে শিশুরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ প্রবেশের বেশির ভাগ পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। ফলে লক্ষাধিক শিশু মারাত্মক অপুষ্টির সম্মুখীন হচ্ছে। জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডাব্লিউএ) জানিয়েছে, গাজা আশ্রয়কেন্দ্রে এক টুকরো রুটির জন্য চিৎকার করছে শিশুরা। ইউএনআরডাব্লিউএ-এর কর্মকর্তা লুইস ওয়াটারিজ বলেছেন, ‘অনেক আশ্রয়কেন্দ্রে পরিস্থিতি শোচনীয়। সেখানে বহু বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি অবস্থান করছে এবং আহত শিশুরা খাবারের জন্য কাঁদছে।’ ওয়াটারিজ বলেন, ‘৪৫ জনের একটি পরিবারের জন্য চারটি গদি আছে। সেখানে আশ্রয় নেয়া ৬০ বছরের আয়েশা আমাকে বলছেন, রাতে আশ্রয়কেন্দ্রে এবং প্লাস্টিকের চাদরের নিচে ঘুমানোর সময় ইঁদুর চলে আসে। এখানকার পরিস্থিতি শিশুদের জন্য একেবারেই শোচনীয়।’ এদিকে শনিবার সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় ৫০ জন নিহত হয়েছে। গাজা শরণার্থীশিবির ও হাসপাতাল এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। বার্তা সংস্থা ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যগাজার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি হামলায় ছয় শিশু ও পাঁচ নারীসহ ২০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে।

সিরিয়ায় আসাদ-পতনের শঙ্কা, সেনা সরাচ্ছে ইরান

আপনজন ডেস্ক: উত্তর-দক্ষিণ থেকে শহর দখল করতে করতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দিকে এগুচ্ছে ক্ষমতাসীন বাশার আল আসাদ সরকার বিরোধীরা। দক্ষিণে দারা ও উত্তরে হামার পর গুরুত্বপূর্ণ হোমস শহর দখলের চেষ্টা করছে বিদ্রোহীরা। এদিকে আসাদের সম্ভাব্য পতন আশঙ্কা করে সিরিয়া থেকে সেনা কর্মকর্তা ও নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে ইরান। আঞ্চলিক কয়েকজন কর্মকর্তা ও অন্তত তিনজন ইরানি কর্মকর্তার বরাতে শুক্রবার এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। কর্মকর্তারা জানান, সিরিয়া থেকে প্রতিবেশি ইরাক ও লেবাননে সরিয়ে নেওয়া সেনাসদস্যদের মধ্যে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরকে আওতাধীন কুদস ফোর্সের শীর্ষ কমান্ডাররা রয়েছেন। ইরানের এ পদক্ষেপ বাশার আল-আসাদের জন্য তেহরানের নীতিতে উল্লেখযোগ্য বাঁকবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেননা, সিরিয়ায় আসাদ সরকারের অন্যতম মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইরানকে। এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা সিরীয় গৃহযুদ্ধে আসাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তেহরান। কুদস ফোর্সের সেনাদের পাশাপাশি সিরিয়া থেকে নিজেদের বেশ কিছু কূটনৈতিক কর্মী, তাদের পরিবারের সদস্য ও বেসামরিক ইরানিদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

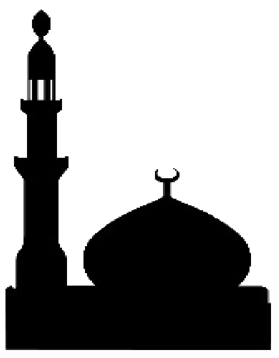

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০৫
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪
মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল
আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে
❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।
অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com
ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৩১ সংখ্যা, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

বিষবৃক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান রহিয়াছে–'আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।' এই রবীন্দ্রসংগীতটি জনপ্রিয় হইবার কারণ হইল–অধিকাংশ মানুষই বাস্তব জীবনে কখনো-সখনো হঠকারী কাজকারবার করিয়া থাকেন। অতঃপর একটি পর্যায়ে আসিয়া তাহার আত্মোপলব্ধি ঘটে–যাহা তিনি করিয়াছেন তাহা ঠিক করেন নাই। তিনি জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিয়াছেন। আমাদের রাজনীতি-সমাজ সংসারেও এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সাধারণত নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ থাকে। সেই আদর্শকে যাহারা হৃদয়ে-মননে ধারণ ও লালনপালন করেন, তাহারা সেই রাজনৈতিক দলের অনুসারী কিংবা সরাসরি সদস্য হইয়া থাকেন। সমগ্র বিশ্বেই আদর্শগত রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে এই চিত্র দেখা যায়; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত কোনো রাজনৈতিক দলে যদি বিপরীত আদর্শের, অর্থাত্ রাজাকার-আলবদর-আলশামসের মতাদর্শের ছেলেপুলেদের দেখা যায় এবং তাহারা যদি একের পর এক অমার্জনীয় দুষ্কর্ম করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে এই ধরনের বহিরাগতদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই ধরনের বহিরাগতরা ক্ষমতাসীনদের দলে ঢুকিয়া প্রথমে পদ-পদবি ক্রয় করিয়া থাকে। তাহার পর তাহাদের শিকড় ক্রমশ চারিদিকে বিস্তার করিতে থাকে। এইভাবে যতই তাহারা ক্ষমতা অর্জন করে ততই তাহারা সুবিধামতো নানান কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে লইয়া যায়। নিজের নিয়ন্ত্রণে লইয়া ইহার পর তাহারা যেই ধরনের অত্যাচার-অবিচার করিতে শুরু করে, তাহাতে দিবালোকের মতো বুঝা যায়–কী তাহাদের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা। ইহা ঠিক, ক্ষমতায় যাহারা থাকেন, অনেক উন্নয়ন ও ভালো কাজ করিলেও তাহাদের লইয়া সমালোচনা হইয়াই থাকে। উন্নয়ন ও ভালো কাজের তো শেষ নাই। সুতরাং অনেক কাজ করিবার পরও কিছু কিছু সমালোচনা পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষমতাসীনদেরই শুনিতে হয়। ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু দলের আদর্শের বিপরীতে বহিরাগতদের অপকর্ম, অত্যাচার, অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য যদি অনেক বেশি সমালোচনা শুনিতে হয়, তাহা হইলে তাহা সেই আদর্শগত দলটির জন্য অত্যন্ত পরিতাপের। ইহা জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিবার মতো। তাহাই ঘটিতে দেখা যাইতেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত একটি বৃহত্ দলের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো এলাকায় এই ধরনের বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। এখন এই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধীদের শিকড় যদি উত্পাটন করা না হয়, ঝাড়িয়া ফালানো না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই সকল বহিরাগত-অধ্যুষিত এলাকায় আদর্শগত দলটিকে তাহার আদর্শিক অনুসারী এবং সাধারণ জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়িতে হইবে। ইহা ঠিক যে, কোনো দলেরই শীর্ষ নেতার রাজধানীতে বসিয়া তৃণমূল পর্যায়ের এই ধরনের বহিরাগত বা বিপরীত-মতাদর্শের রাজাকার-পোষ্যদের দলে অনুপ্রবেশের বিষয়াদি সর্বত্র নজরদারি করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য ঐ আদর্শিক দলের বিভাগীয় কিংবা জেলা পর্যায়ের স্থানীয় নেতা রহিয়াছেন।প্রশ্ন হইল, এই স্থানীয় নেতারা কী করিয়া বিপরীত মতাদর্শের বহিরাগতদের দলের মধ্যে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছেন? কাহারা দিয়াছেন? কেন দিয়াছেন? এখন এই বহিরাগতরা ভাইরাসের মতো নিজেদের বৃদ্ধি করিয়া পুরা দলটাকেই যে দখল করিতে উদ্যত হইতেছে, তাহার পরিণাম কি ভাবিয়া দেখা হইয়াছে? ক্ষমতাসীন দলের পদ-পদবির শক্তি এবং ইহার সহিত নানাবিধ অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থের শক্তির মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশকারীদের বহুক্ষেত্রেই প্রশাসনকে পর্যন্ত ম্যানেজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ইহা লইয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফিসফিসানি শুনা যায়। শুনা যায় আরো অনেক কিছু, অনেক ধরনের সমালোচনা। এই সকল কথা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত দলটির নীতিনির্ধারকদের কান পাতিয়া শুনিতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে–তাহাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত দলটি নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য যতটা সমালোচিত হইতেছে, তাহার চাইতে অনেক বেশি সমালোচিত হইতেছে দলটির অনুপ্রবেশকারীদের অন্যায়-অত্যাচার এবং বিবিধ দুষ্কর্মমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য। ইংরেজিতে একটি কথা রহিয়াছে–বেটার লেট দ্যান নেভার। দেরি হইয়াছে, তবে সময় এখনো সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যায় নাই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে। নির্বাচন যত ঘনাইয়া আসিতেছে, ততই চারিদিক হইতে স্বাধীনতাবিরোধীরা নানান ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিছাইতেছে। এখনই সময় বহিরাগত-অনুপ্রবেশকারী বিষবৃক্ষদের মূলোত্পাটন করিবার।

•••••••••••••

সিরিয়ার বিদ্রোহীরা কি মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট পাল্টে দিতে যাচ্ছে

সিরিয়ার বিদ্রোহী আক্রমণ প্রায় সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। বিদ্রোহী দলগুলো বছরের পর বছর ধরে ছিল একে অপরের দুশমন। এখন তারা এক হয়ে মাঠে নেমেছে। তাহরির আল-শাম ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো দ্রুত সিরিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর আলেপ্পো, এর বিমানবন্দর এবং বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করেছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এতে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছেন। লিখেছেন **ডেভিড হার্স্ট...**

সিরিয়ার বিদ্রোহী আক্রমণ প্রায় সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। বিদ্রোহী দলগুলো বছরের পর বছর ধরে ছিল একে অপরের দুশমন। এখন তারা এক হয়ে মাঠে নেমেছে। তাহরির আল-শাম ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো দ্রুত সিরিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর আলেপ্পো, এর বিমানবন্দর এবং বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করেছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এতে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছেন।

লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরপরই একটি ঘটনা ঘটেছে। ঠিক এমন সময় আক্রমণ শুরু হলো সিরিয়ায়। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ইরান এখন আরও শক্তিশালী ইসরায়েলি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইসরায়েল চলে যাচ্ছে এক ফ্রন্ট থেকে অন্য ফ্রন্টে–গাজা থেকে, লেবানন হয়ে এখন ইরানে। কিন্তু তার জনগণকে সন্তুষ্ট কবার মতো সাফল্য আসছে না।

তাহরিরের নেতা আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি জন্মেছেন গোলান হাইটসে। তিনি সিরিয়া সরকারের সাবেক এক উপদেষ্টার কনিষ্ঠ পুত্র। ৯/১১-এরপর কট্টর ধর্মীয় পথে পা বাড়ান। ২০০৩ সালে তিনি ইরাকের মসুলে সক্রিয় একটি ছোট গোষ্ঠী সারায়া আল-মুজাহিদিনে যোগ দেন। ২০০৪ সালে ইরাকে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই গোষ্ঠী আল-জারকাভির প্রতি আনুগত্য করে। পরে তা ইসলামিক স্টেট (আইএস) গ্রুপে পরিণত হয়। জোলানিকে এরপর আটক হয়ে কুখ্যাত মার্কিন সামরিক হোল্ডিং সেন্টার ক্যাম্প বুক্কায় আসতে হয়। সেখানে তিনি ইরাকি জিহাদিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ২০১১ সালে তাঁর মুক্তির কিছুক্ষণ পরই সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলো। এই সব ছিল আজকের তাহরিরের উত্স। এই গ্রুপ ২০১৬ সালে আল-কায়েদা ও এর বিশ্বব্যাপী জিহাদি মিশন ত্যাগ করেছিল।

জোলানি কি আসলেই আন্তর্জাতিক জিহাদ ছেড়ে দিয়ে, নিজেকে ও তাঁর আন্দোলনকে আল-কায়েদা ও আইএসের সক্রিয় অংশ থেকে সরিয়ে রাতারাতি সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী দলে রূপান্তরিত করেছেন? নাকি এ কেবল এক নিছক রিব্র্যান্ডিং?

তাহরির নিয়ন্ত্রিত ইদলিবের বাসিন্দারা জানান যে সেখানে শরিয়া কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। রবার্ট ফোর্ড সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত। তিনি ২০১২ সালে তাহরিরকে সন্ত্রাসী

গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। ফোর্ড বলেছেন যে তাহরির এখন আগের মতো কট্টরপন্থী নেই–'তারা খ্রিষ্টানদের গির্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে। জিহাদিরা সাধারণত তা করে না'। তাহরির আল-শামের এক কমান্ডার সম্প্রতি খ্রিষ্টান ও আর্মেনীয়দের রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন।

তুর্কি-সমর্থিত সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (এসএনএ) কুর্দিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে, সেটাই এখন বড় উদ্বেগের বিষয়। বিদ্রোহী দলগুলো আলেপ্পো ও এর গ্রামাঞ্চল দখলের ফলে কয়েক হাজার সিরিয়ান কুর্দি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এসব অঞ্চলে এক লাখের বেশি কুর্দি বাস করে। ২০১৬ সালে কুর্দিদের দখলে এলে এলাকার অনেক সিরিয়ান আরবকে তুর্কি-নিয়ন্ত্রিত আজাজে পালিয়ে যেতে প্ররোচিত করা হয়েছিল। ফলে কুর্দিদের প্রতি তাহরিরের আশ্বাসে কতটা ভরসা রাখা যায়, তা বোঝা যাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতির অন্যতম প্রভাবক শক্তি হচ্ছে তুরস্ক। এই আক্রমণ তুরস্কের সবুজ সংকেত ছাড়া সম্ভব ছিল না। তুরস্ক সরাসরি সিরীয় জাতীয় বাহিনীকে অর্থায়ন এবং অস্ত্র সরবরাহ করে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এখন শরণার্থী সংকট কমানোর চাপে রয়েছেন। সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা এলে তুরস্কে থাকা তিন মিলিয়ন শরণার্থীর অনেকেই তাঁদের দেশে ফিরে যাবেন।

উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার বেশির ভাগ অংশ মূলত কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) নিয়ন্ত্রণে আছে। তারা কয়েক দশক ধরে কুর্দি স্বায়ত্তশাসনের সমর্থনে তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আঙ্কারার দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, এই সীমান্ত এলাকা পিকেকের হাত থেকে অন্য কারও নিয়ন্ত্রণে দেওয়া।

ঘরে শরণার্থী সংকট কমাতে চাপের মুখে আছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। এ জন্য তিনি আসাদের সঙ্গে বৈঠকের চাপ দিয়েছেন। আসাদ তাতে রাজি হননি। এমন এক সময় বিদ্রোহী আক্রমণ শুধু তুরস্ক নয়, রাশিয়ার জন্যও হতাশাজনক। এদিকে আবার ইরান তুরস্ককের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছে। জানিয়েছে, সিরিয়া অনুরোধ করলে ইরান সিরিয়ায় তাদের বাহিনী মোতায়েন করবে। ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন হবে দোহায়। সেখানে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভও হাজির থাকবেন। তুরস্ক–সমর্থিত একটি বিদ্রোহী বাহিনী সিরিয়ায় এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে উত্তর সিরিয়ায় তুরস্কের ভূমিকা এখন আর দর্শকের নয়। তবে ইরানকে বুঝতে হবে যে এবার অবস্থা ভিন্ন। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো আসাদের পেছনে রয়েছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ও তাঁর সাবেক পরামর্শদাতা আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে আসাদকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

এসব সাম্প্রতিক ঘটনা হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুনঃসরবরাহকে ব্যাহত করতে পারে। ইরানের সৈন্যদের জন্য হয়তো নতুন কৌশল নিতে হতে পারে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সার তুরস্ক ও ইরানকে দুর্বল করার জন্য রাষ্ট্রহীন কুর্দি ও দ্রুজদের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক জোটের কথা ভাবছিলেন। এই ভাবনা এখন নিতান্ত বোকামি বলে মনে হচ্ছে। সিরিয়া বা মিসরে যেকোনো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এই অঞ্চলে ইসরায়েলের পরিকল্পনার জন্য গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। আসল কথা হলো, ইসরায়েল যতক্ষণ না ফিলিস্তিনে দখলদারত্ব বন্ধ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অঞ্চলে সংকট আর যুদ্ধ থামবে না। এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ইরান এখন আরও শক্তিশালী ইসরায়েলি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইসরায়েল চলে যাচ্ছে এক ফ্রন্ট থেকে অন্য ফ্রন্টে–গাজা থেকে, লেবানন হয়ে এখন ইরানে। কিন্তু তার জনগণকে সন্তুষ্ট কবার মতো সাফল্য আসছে না।

তাহরিরের নেতা আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি জন্মেছেন গোলান হাইটসে। তিনি সিরিয়া সরকারের সাবেক এক উপদেষ্টার কনিষ্ঠ পুত্র। ৯/১১-এরপর কট্টর ধর্মীয় পথে পা বাড়ান। ২০০৩ সালে তিনি ইরাকের মসুলে সক্রিয় একটি ছোট গোষ্ঠী সারায়া আল-মুজাহিদিনে যোগ দেন। ২০০৪ সালে ইরাকে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই গোষ্ঠী আল-জারকাভির প্রতি আনুগত্য করে। পরে তা ইসলামিক স্টেট (আইএস) গ্রুপে পরিণত হয়।

জোলানিকে এরপর আটক হয়ে কুখ্যাত মার্কিন সামরিক হোল্ডিং সেন্টার ক্যাম্প বুক্কায় আসতে হয়। সেখানে তিনি ইরাকি জিহাদিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ২০১১ সালে তাঁর মুক্তির কিছুক্ষণ পরই সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলো। এই সব ছিল আজকের তাহরিরের উত্স। এই গ্রুপ ২০১৬ সালে আল-কায়েদা ও এর বিশ্বব্যাপী জিহাদি মিশন ত্যাগ করেছিল।

জোলানি কি আসলেই আন্তর্জাতিক জিহাদ ছেড়ে দিয়ে, নিজেকে ও তাঁর আন্দোলনকে আল-কায়েদা ও আইএসের সক্রিয় অংশ থেকে সরিয়ে রাতারাতি সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী দলে রূপান্তরিত করেছেন? নাকি এ কেবল এক নিছক রিব্র্যান্ডিং?

বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান পর্যায়ক্রমিক বার্ষিক মূল্যায়ন

সজল মজুমদার

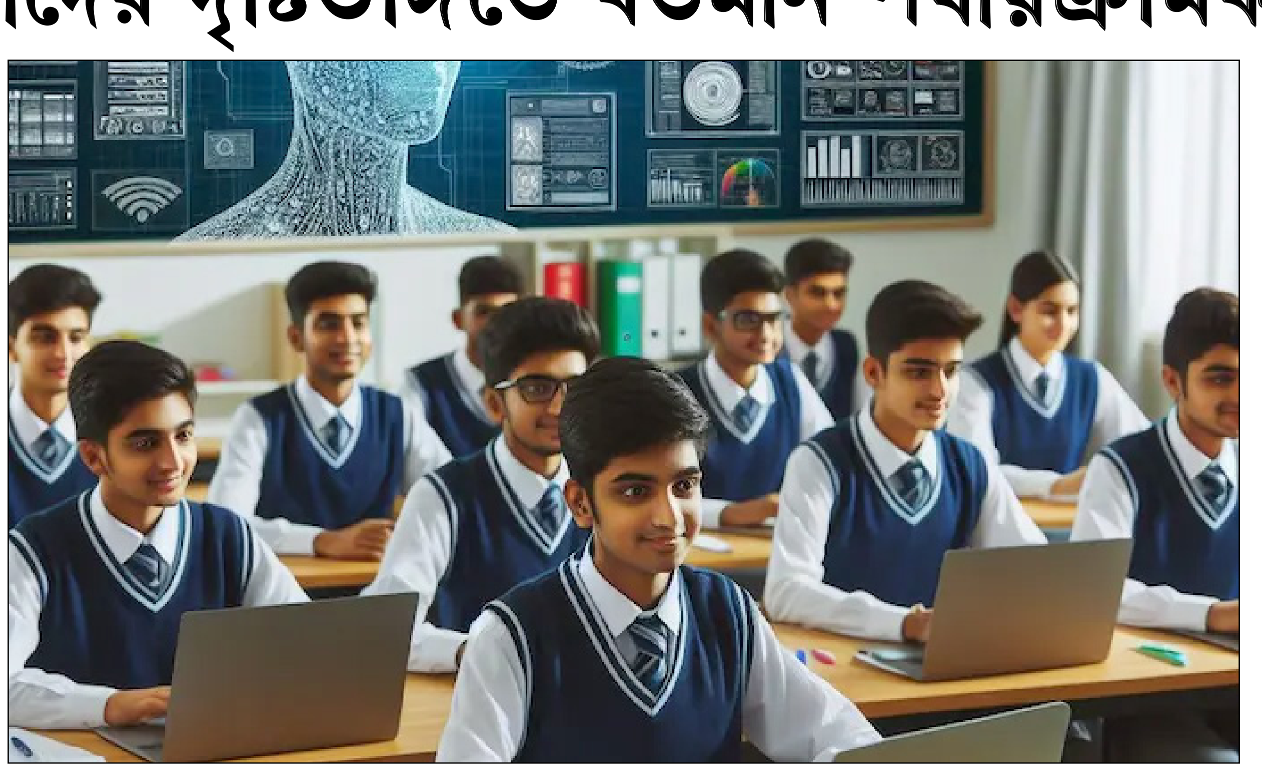

বিদ্যালয়কে সাধারণত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। সুসংগঠিত ভাবে জ্ঞানার্জন এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তা গ্রহণ করেই পড়ুয়ারা সাধারণত বিদ্যালয় আসে। পাশাপাশি বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমিক এবং গঠনগত মূল্যায়নের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। একটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পারদর্শিতার এবং মেধার মাপকাঠি হল, " মূল্যায়ন"। এটির মাধ্যমেই পড়ুয়াদের পাঠ বোধগম্যতা, পাঠ নির্যাস, এবং অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপ্তি পরিমাপ করা হয়। পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করবার প্রধান মাধ্যম হল পরীক্ষা পদ্ধতি। বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ প্রগতির দিশা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে পড়ুয়ারা বর্তমানে কতটা সিরিয়াস!!! বার্ষিক পরীক্ষা কে ওরা হালকা ভাবে নাকি গভীরভাবে নিচ্ছে সেটা একটা ভাববার বিষয়। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলির পড়ুয়াদের লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে পড়াশোনা নিয়ে ওরা মোটামুটি ভাবে ভালো মতোই নিমগ্ন। ওই হালকা একটু আকটু মোবাইলে গুতোগুতি ফাঁকা সময়ে হয়তো ওরা করে থাকে। পরীক্ষার ঠিক আগে অন্তিম প্রস্তুতির যে গুরুদায়িত্ব সেটার সম্যক বোধগম্যতা কিছু পড়ুয়াদের মধ্যে নিজে থেকেই বিদ্যমান থাকে, সেখানে তাদের বাবা-মা পড়াশোনা নিয়ে সামান্যটুকু তত্ত্বাবধান করলেই সংশ্লিষ্ট সেই পড়ুয়া নিজ দায়িত্বে সফলভাবে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ধাপ টপকে এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, পরীক্ষার সেই দিনগুলোতে বাবা-মা তাদের আদরের সন্তানকে অনেক সময়ই বলে থাকে, "ওরে রাত জেগে বেশি পড়াশোনা করিস না, সময় মতো শুয়ে পরিস" ।আবার কখনো বলে, "বাবা, ভালোমতো পরীক্ষাগুলো দিস, তোকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন যে" ।কখনো বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বলে, " আহা, এতো মোবাইল ঘাটলে পড়াশোনায় ভালো ফল হবে কি করে!!?" তবে এক্ষেত্রে অনেক পড়ুয়ার বাবা-মার প্রত্যাশা অত্যধিক থাকায় সেই পড়ুয়া কোন কারণবশত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে বাবা মার কাছে সেই হতাশা অন্য মাত্রায় গিয়ে পৌছায়। সেজন্য সন্তানকে পড়াশোনার জন্য বেশি মানসিক চাপ না দিয়ে তাকে তার পরীক্ষার আগে স্বাভাবিক পড়াশোনা করতে দেওয়াই শ্রেয়। এতে চাপ মুক্ত হয়ে সেই পড়ুয়া পরীক্ষা দিতে পারবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রা পরীক্ষা নিয়ে এক্কেবারে ততটা সিরিয়াস নয়। গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের পড়ুয়াদের প্রকৃতি, ধরন ধারণের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য চোখে পড়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে প্রতিটি ক্লাসে কতিপয় হাতে গোনা কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে থাকে। বাকি পড়ুয়ারা শুধুমাত্র স্কুলে নামমাত্র আসা-যাওয়াই করে থাকে। অনেক পড়ুয়া তো আবার ' ডুমুরের ফুলের' মত বহুদিন পরে নিজের বিশেষ কাজে স্কুলে এসে উপস্থিত হয়। আবার উল্টোদিকে বিদ্যালয়ে সাধারণত পড়াশোনা পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে একটু সিরিয়াস বা একটু 'এঁচোড়ে পাকা' বা 'একটু ডেপো ' বা ' আতেল গোছের ' পড়ুয়া কিন্তু শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা কতটা, সেটা জানার জন্য ,বোঝার জন্য ইচ্ছে করেই নির্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন ক্লাসে করতেই থাকে। এতে বিরক্ত না হয়ে বরং সেই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর গুলো বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা খুশিই হয়ে থাকে। তবে অনেক পড়ুয়ার মধ্যেই বেলেল্লাপনা, বাউন্ডুলেপোনা, উশৃংখলতা ইত্যাদি চারিত্রিক বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়। এক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যাটাই বেশি।এখন খুব কম বয়সে মোটর বাইকের প্রতি ফ্যাসিনেশনটা স্কুল পড়ুয়া ছেলেদের মধ্যে বর্তমানে অনেকটা চেপে বসেছে। যার ভয়ংকর মাশুল দিতে হচ্ছে অনেক সময় জীবনের বিনিময়ে। যাই হোক, পরীক্ষার দিনগুলো তেও অনেক পড়ুয়া নির্ধারিত সময়ের খানিকটা পরে এসে বিদ্যালয় প্রবেশ করছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, " স্যার,বাড়ি অনেকটা দূরে তো" , বা " জমিতে কাজ ছিলো একটু" বা " পরীক্ষার টাইমটা ঠিক মনে ছিলো না" এরকম কিছু একটা। অনেক পড়ুয়া ই পরীক্ষার সময়টুকু সঠিক পড়াশুনা না করে আসার ফলে এর ওর কাছে শুনে উত্তর শুনে নিয়ে কিছু একটা লিখে থাকে। পরীক্ষার সিরিয়াসনেস নিয়ে ওদের ততটা হেলদোল নেই। তবে গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা সামান্যতম সচেতন হলেই তাদের সন্তানরা জীবনের প্রাথমিক শুরুটা দারুন ভাবে কিন্তু করতে পারে।একটা পুরো শিক্ষাবর্ষে শুরুর দিকে যত জন পড়ুয়া ভর্তি হয়,তার খানিকটা শিক্ষাবর্ষের শেষে এসে বিভিন্ন কারণে ড্রপ আউট হয়ে থাকে।পড়াশোনা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা অনীহা কাজ করছে।অন্যদিকে,শিক্ষক শিক্ষিকারা কিন্তু সদাযত্নবান। মাঝেমধ্যেই তারা পরীক্ষার সময় পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, " কিরে,পরীক্ষা কেমন হচ্ছে!? প্রশ্ন ঠিকঠাক হয়েছে তো!!ভালো করে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখিস" ।আবার কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো থেকেই অসাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রী রাজ্য এবং দেশের কৃতীদের তালিকায় স্থান অধিকার করছে। মোট কথা, একটি আদর্শ শিক্ষার্থীর মধ্যে সুষম আদর্শ শিক্ষার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি বৌদ্ধিক ও প্রক্ষভিক বিকাশ তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ঘটবে, সেক্ষেত্রে সকল পড়ুয়াকে শিক্ষাবর্ষের সমস্ত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন তথা বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অতি অবশ্যই নিজের প্রগতিকে পরখ বা যাচাই করে নিতে হবে বৈকি।

প্রথম নজর

নামখানায় চারটি রাস্তার সূচনা সুন্দরবন মন্ত্রীর

নকিব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রামীণ রাস্তার সংস্কারের পাশাপাশি নতুন করে রাস্তা করা নির্দেশ দিয়েছেন বিধায়কদের। আর সেই মতন এবারে সুন্দরবন দপ্তরের পক্ষ থেকে একাধিক রাস্তা তৈরি পরিকল্পনা নেয় আর সেই রাস্তার শিলান্যাস করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। শনিবার দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা নামখানা ব্লকের চারটি রাস্তার শুভ শিল্যান্যাস করেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। যা আনুমানিক প্রতিটি রাস্তায় খরচ হবে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকার উপরে দু মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী । শিবরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুর্গাপুর বাজার হইতে গৌড় মাইতি বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার হবে। পাশাপাশি নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফরিদের বাড়ি হইতে শেখ মনিরুল এর বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা হবে। এই চারটি রাস্তার শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সীমন্ত মালি। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ।এই রাস্তার হতে এলাকার মানুষ যথেষ্ট খুশি। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এদিন বলেন সুন্দরবন এলাকায় যে সকল রাস্তা এখনো মাটির আছে বা ইট পাতা আছে সেই সব রাস্তা গুলো দ্রুত ঢালাই রাস্তা করে মানুষকে চলাচলের যোগ্য করে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেই ভাবে কাজ হচ্ছে আগামী দিনে কোথাও একটু মাটির রাস্তা থাকবে না।

আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস ও যুগল কিশোর স্মরণে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরের সমতা কেন্দ্রে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস এবং উত্তরবঙ্গের অন্যতম দার্শনিক ও তাত্ত্বিক নেতা যুগল কিশোর রায় বীরের ১৮তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকালের প্রথম প্রভাত ফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রভাত ফেরির পর শুরু হয় মূল স্মরণসভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

বেলা ১টা থেকে বিশিষ্ট গবেষক ও সমাজসেবকরা যুগল কিশোর রায় বীরের জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনা সভায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজি অধ্যাপক গিরীন্দ্র নারায়ন রায় বলেন, "উত্তরবঙ্গের জনজাতি ও ভারতীয় রাজনীতিতে যুগল কিশোর রায় বীরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার চিন্তাভাবনা এবং কাজ উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক দিশারী হয়ে উঠেছে।" বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক পাশারুল আলম বলেন, "যুগল কিশোর রায় বীর ছিলেন আদর্শবাদী নেতা। তিনি উত্তরবঙ্গের নস্য শেখ ও শেরশাবাদি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা এই অঞ্চলের জনগণের জন্য এক স্থায়ী ঋণ হয়ে রয়েছে।" তিনি বলেন, যুগল কিশোর রায় দিয়েছিলেন একজন সার্থক নেতা। অন্য বক্তাদের মধ্যে ভীম সরকার, রঞ্জিত রায় ও অমল রায় প্রমুখ যুগল কিশোর রায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, "সমাজবাদী আদর্শ এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার আজীবন লড়াই উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।" আলোচনা সভার পর সন্ধ্যায় খন গান এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা যুগল কিশোর রায় বীরের জীবনের আদর্শ ও সংগ্রামকে তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, যুগল কিশোর রায় বীর উত্তরবঙ্গের তফসিলি জাতি, মুসলিম সম্প্রদায় এবং অবহেলিত গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের এক অনন্য প্রতীক।

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার গ্রন্থাগারিক

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি স্কুলের গ্রন্থাগারিককে গ্রেপ্তার করল পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে, কাকদ্বীপ এলাকায়। ধৃত স্কুল গ্রন্থাগারিকের নাম শুভদীপ মন্ডল। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগস্ট মাসে স্কুলের গ্রন্থাগারে ওই ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুভদীপ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর থেকে ওই ছাত্রী আর স্কুলে যেতে চাইতো না। মানসিকভাবে সে ভেঙে পড়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত ওই ছাত্রীকে পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। বর্তমান তার চিকিৎসা চলছে। সম্প্রতি পরীক্ষা শুরু হলে ওই ছাত্রীকে পরিবারের লোকজন স্কুলে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু ওই ছাত্রী স্কুলে যেতে রাজি হয়নি। এরপরই সে মাকে সব কথা খুলে বলে।

জুনিয়র হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির ভোটে বিজয়ী তৃণমূল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জামালপুরের জৌগ্রামে তেলে নুরি জুনিয়র হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। আজ, নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল দুপুর ২টা পর্যন্ত। তবে, সময়সীমা শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, ৬টি পদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো দল প্রার্থী দেয়নি। সকালে, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন এবং বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির নেতৃত্বে তৃণমূলের ৬ জন প্রার্থী নমিনেশন জমা দেন। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি তবারক মন্ডল, জৌগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল এবং অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতারা।

নমিনেশন জমা দেওয়াকে ঘিরে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যায়, তবে বিরোধী দলের কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি দেখা যায়নি। এ বিষয়ে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, "জামালপুরের সাম্প্রতিক ভোটগুলো প্রমাণ করেছে যে বিরোধীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমবায় নির্বাচন বা স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনেও তারা প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।" বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি মন্তব্য করেন, "সারা রাজ্যে মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের প্রভাব পড়েছে। তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো বিরোধী প্রার্থী না থাকায় তৃণমূলের ৬ জন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে নার্সিংহোম সংগঠনের সম্মেলন

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো 'প্রাইভেট নার্সিং হোমস অ্যান্ড হসপিটাল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র জেলা সম্মেলন। শনিবার বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি আয়োজিত ওই সম্মেলন থেকে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে কৌশল এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক ডাঃ জুলফিকার মন্ডলের তত্ত্বাবধানে এ দিন জেলার শতাধিক প্রাইভেট নার্সিং হোম এবং হাসপাতালের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ, আমডাঙ্গার বিধায়ক রফিকুর রহমান, বসিরহাটের সিএমওএইচ ডাঃ রবিউল ইসলাম, প্রাইভেট নার্সিং হোমস অ্যান্ড হসপিটাল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক তাহের শেখ, সঞ্জয় শর্মা, জেলা সম্পাদক ডাঃ জুলফিকার মন্ডল প্রমুখ। মাওলানা মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ বলেন, 'রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি আনতে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসেবা পৌঁছে দিতে এই সংগঠন দারুন ভাবে কাজ করছে। আর সেই কাজকর্ম আজ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আমি আশা করছি।' বিধায়ক রফিকুর রহমান এদিন বক্তব্য রাখার সময় স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হাসপাতালের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে পরিষেবা পাচ্ছে সে কথা স্মরণ করিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হাসপাতালের মালিকদের স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে বেসরকারি নার্সিং হোম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বাণিজ্যিক মানসিকতা কমিয়ে সেবার মানসিকতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। বেসরকারি নার্সিং হোম ও হাসপাতালের পরিষেবা কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন পরিকাঠামো থাকা উচিত সে বিষয়ে সচেতনতার পাঠ দেন বসিরহাটের সিএমওএইচ ডাঃ রবিউল ইসলাম। সম্মেলন শেষে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক ডাঃ জুলফিকার মন্ডল।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির মোথাবাড়িতে

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: "আল মোস্তফা ফাউন্ডেশন" এর উদ্যোগে শনিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোথাবাড়ীর গঙ্গাপ্রসাদ ও ধুলাউড়ি কলোনি এলাকার রুগীদের জন্যে বিনামূল্যে এক চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেন। এদিনের বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির মূলত শিশুরোগ ও দন্তরোগ সমস্যার রুগীদের জন্যে। চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মুহাম্মদ সালিম ইউসুফ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আয়েশা সিদ্দিকা। এছাড়াও এদিনের শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদ এর পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখ, এজিজেএস হাই মাদ্রাসার সম্পাদক মামুন সেখ, আল মোস্তাফা ফাউন্ডেশনের সভাপতি গোলাম সামদানী, সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিল, সারফারাজ আলাম, মোসারফ হোসেন, ফরিদ আনওয়ার, মুরসালিম সেখ ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা। উল্লেখ্য, প্রতিবছর এই আল মোস্তাফা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিক্ষামূলক সেমিনার, শীতবস্ত্র বিতরণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও এবছরের ভূতনির গঙ্গা ভাঙ্গনে বন্যায় কবলিত দুর্যোগে বিপদগ্রস্ত মানুষদের জন্যে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বরাবর পাশে দাঁড়িয়েছেন এই মোস্তফা ফাউন্ডেশন। এছাড়াও বহু সমাজ সেবামূলক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে এই স্বেচ্ছাসেবী ফাউন্ডেশন। মোস্তাফা ফাউন্ডেশনের পক্ষে সারফারাজ আলাম বলেন, আজকে একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির করা হল। এই শিবিরে শিশু সহ পুরুষ ও মহিলা রুগীদের ভালোই সাড়া আমরা দেখতে পেয়েছি। এর আগেও আমরা চিকিৎসা শিবির ও ওষুধ বিতরণ ক্যাম্প করেছি এবং আগামীতে একটি বড়ো ক্যাম্পের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এমনও অনেক পরিবার রয়েছে যারা অসুস্থ হলে ডাক্তার ফিজের অভাবে তারা শরীরের রোগ অসুস্থতা দেখাতে পারেন না। তাদের পাশে আমাদের ফাউন্ডেশন সবসময় রয়েছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে সমাজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল জেলা প্রশাসন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন। ভবিষ্যতেও পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত মালঞ্চা একমাইল গ্রামের বিপ্লব মাহাতোর বাড়ির দুটো ঘর আগুনে ভুস্মিভূত হয়ে যায়। বর্তমানে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় রয়েছে পরিবারটি। বিষয়টি জানতে পেরেই বিপ্লব মাহাতোর পরিবারের পাশে দাড়ালেন প্রশাসনের লোকেরা। শনিবার বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, বালুরঘাট ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুশান্ত প্রামানিক, ৬ নং ডাঙ্গা অঞ্চল প্রধান অপর্ণা বর্মন, উপপ্রধান কৌশিক চোধুরী বিপ্লব মাহাতোর বাড়িতে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে বস্ত্র, ত্রিপল, খাবার ও বাসনপত্র তুলে দেন তাঁরা। এবিষয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান, গতকাল আমি পুরো বিষয়টি এসে দেখে গিয়েছিলাম। আজ ব্লকের তরফে সরকারি কিছু সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ কাজ দেখতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিঘা

আপনজন: দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন হিন্দুদের জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শনে। নবান্ন সূত্রের খবর, শেষ পর্যায়ের জগন্নাথ মন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সেখানে তিনি একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে,আগামী ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় যাবেন। হেলিকপ্টারে দিঘায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার পরীক্ষামূল কভাবে হেলিকপ্টার চালিয়ে দেখে নেওয়া হবে ।অন্যদিকে জগন্নাথ মন্দির ঘিরে আকর্ষণ তুঙ্গে। দিঘার চৈতন্য গেট তৈরির কাজ বা মাসির বাড়ি,অর্থাৎ পুরনো জগন্নাথ মন্দিরের সবটাই সাজানোর কাজ চলছে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি এই মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা কাজের প্রয়োজনে কিছুটা সময় চেয়ে নেয়।এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাধের 'জগন্নাথ মন্দির' পরিদর্শন করবেন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে,কবে হবে এই মন্দিরের উদ্বোধন?জানা গিয়েছে,মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ে দেখার পর প্রশাসন ও নির্মাণকারী সংস্থার মধ্যে এক বৈঠকের পর সেই বিষয়টি ঠিক হবে।এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে যাতে কোনও বিতর্ক সৃষ্টি না হয় সেজন্য প্রশাসনের তরফে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ। মাইকিং করে ঘোষণা করা হচ্ছে যত্রতত্র ময়লা ফেলা বা গরু ছেড়ে রাখা যাবে না। ফুটপাথ পরিষ্কার রাখতে হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের যাবেন। ১১ ডিসেম্বর দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে আসবেন ১২ ডিসেম্বর। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মন্দির উদ্বোধন করার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার।এই মুহূর্তে বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে 'মন্দির' শব্দটা ভোট বাক্সে খুবই প্রাসঙ্গিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাতে কোমরে দড়ি বাধা এক যুবতীর দেহ উদ্ধার পুকুর থেকে, চাঞ্চল্য

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ফের খবরের শিরোনামে সন্দেশখালী। শনিবার কাক ভোরে সন্দেশখালীর নেচার থানায় এলাকায় কোমরের দড়ি বাঁধা এক যুবতীর দেহ উদ্ধার হল। এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিল ওই যুবতী। নিখোঁজের অভিযোগ জানানো হয়েছিল ন্যাজাট থানায়। তারপর শনিবার সকালে বাড়ির কিছু দূরে একটি পুকুরের মধ্যে হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার হয় বলে পুলিস সূত্রে খবর। ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ পরিবারের লোকেদের।মৃত তরুণীর পরিবারের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিকালে ঘোষপুর এলাকায় একটি বাগান বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ঘোষপুরের বাসিন্দা ওই যুবতীর বয়স (১৮)। পরিবারের তরফ থেকে ঘটনার দিন ন্যাজাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। শনিবার সকালে বাগান বাড়ির পাশেই একটি পুকুরে তরুণীর হাত-পা বাঁধা দেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় থানার পুলিসে। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঠিক কি কারনে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।মায়ের দাবি, "আমি আগেই বাড়িতে চলে এসেছিলাম। মেয়ে বলেছিল, 'তুমি যাও, আমি আসছি।' কিন্তু তার পর অনেকটা সময় কেটে যায়। মেয়ে না ফেরায় ওর খোঁজে বেরোই। কিন্তু কোথাও পাইনি ওকে।"বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হুসেন মেহদী রহমান বলেন, "পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কারও উপর সন্দেহপ্রকাশ করেনি পরিবার। আমরা তদন্ত করে দেখছি। শীঘ্রই জানা যাবে, কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত।

ফুরফুরায় মজলিশে শান্তির জন্য দোয়া

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: শুক্রবার ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা ওমর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো একটি দোয়ার মজলিস।পীর হযরত দাদা হুজুরের কনিষ্ঠ পুত্র আসেকে রসুল পীর হযরত ছোট হুজুরের স্ত্রী অর্থাৎ পীর মাতা র রুহের মাগফিরাত কামনা করা এই সভা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। নির্ধারিত সময় ধরে আলোচনাসভাটি মাগরিবের পরে শুরু হয় ও রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলোসভায় উপস্থিত ভক্তরা দুনিয়াবি নানাবিধ কাজ ছেড়ে কিছুক্ষণ মহান আল্লাহমুখী হয়ে গুনগুন করে তাঁর জেকেরে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন। এই তালিম বা জেকেরের মজলিস সুচারুভাবে পরিচালনা করেন পীর আবু তাহের সিদ্দিকী। মজলিশে শেষ মুনাজাত করেন পীর ওমর সিদ্দিকী সাহেব। মানব সভ্যতার উন্নয়ন, শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করেছেন পীরসাহেব। এদিন উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা মাওলানা সাত্তার সিদ্দিকী,পীরযাদা হাফেজ মাওলানা মোস্তাফা সিদ্দিকী, পীরজাদা নুরুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সাফিউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা হুযাইফাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা উজাইর সিদ্দিকী, পীরজাদা খুবায়েব সিদ্দিকী ও পীরজাদা ওয়ায়েস সিদ্দিকী প্রমুখ। প্রার্থনা করা হয় ভারত বর্ষের শান্তি জন্য। দোয়া করা হয় ফিলিস্তিনের নাগরিক এবং মসজিদুল আকসার জন্য ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পৌষ মেলার মাঠ পরিষ্কারের কাজ শুরু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: চার বছর পর ভুবনডাঙ্গার পূর্বপল্লীর মাঠে শান্তিনিকেতন ঐতিহ্যবাহী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌষমেলা পরিচালনা করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এবছর পৌষমেলা ছয় দিনের। মেলা হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিনের অপেক্ষা, তার আগেই শনিবার সকাল থেকেই মেলার মাঠ পরিষ্কারের কাজে হাত লাগালো বিশ্বভারতী। শনিবার সকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর পৌষ মেলার মাঠ পরিষ্কার করতে নামেন বিশ্বভারতীর গার্ডেন বিভাগের কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগাছা পরিষ্কারের কাজ। দিন সাতেকের মধ্যেই মেলার মাঠ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে এমনটা জানাচ্ছেন বিশ্বভারতীর গার্ডেন বিভাগ।

ফাঁসির সাজার বিরুদ্ধে সরব এপিডিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে নাবালিকা ছাত্রীর খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির রায়ের বিরোধিতা করলেন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে সাজা ঘোষণার পরে এপিডিআরের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে ৬১ দিনের মধ্যে বিচার সেরে ফাঁসির রায় দিয়ে দেওয়া হল। এটা রাজনৈতিক রায়। রাজনৈতিক তাড়না থেকে তাড়াহুড়ো করে আদায় করা রায়। শাসক দলকে খুশি করার অপচেষ্টা।ঘটনার ২৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে দেওয়া হলো। কী তদন্ত হল? নাবালিকার পরিবার এপিডিআরকে বারবার বলেছে, মুস্তাকিন সর্দার একা নয় চক্রান্তে আরও লোক যুক্ত ছিল। এপিডিআর নীতিগতভাবে মৃত্যুদন্ডের বিরোধী। ধর্ষককে মৃত্যুদন্ড দিলেই ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে এই ধারণা উন্নত পৃথিবী আজ বর্জন করেছে। দেশে ধর্ষকদের ফাঁসি দিলেও ধর্ষণ বন্ধ হয়নি।

সুরাজ শোরুমে রক্তদান শিবির

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার সুরাজ ট্রাক্টর শোরুমে এক বিশেষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডালখোলা ন্যাশনাল এর কর্ণধার সঞ্জয় গুপ্তার দুই পুত্র মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তা ও উজ্জ্বল গুপ্তার উদ্যোগে এই মহৎ কর্মসূচি গৃহীত হয় শনিবার। শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রতিজন রক্তদাতার জন্য ছিল প্রশংসাপত্র, স্ক্যানিং রিপোর্ট, রক্তের গ্রুপিং, এবং রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা। রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, শিবিরে সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং নির্দেশাবলীও জানানো হয়। সঞ্জয় গুপ্তা বলেন, "সুপুত্র হলে ধন সঞ্চয় করার প্রয়োজন নেই।" ছেলেদের সমাজসেবামূলক উদ্যোগে গর্বিত বাবা তাদের ভবিষ্যতে আরও মহৎ কাজের জন্য উৎসাহ দেন। রক্তদান কর্মসূচিকে সফল করতে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমন্বয় ছিল নজরকাড়া।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

■ প্রবন্ধ: মূক জনতার মহানায়ক আম্বেদকর
■ ফিচার: অরিন্দমবাবুর 'সোনা নাতি' শাহাবাজ
■ অণুগল্প: একটি অন্যদিনের গল্প
■ ধারাবাহিক গল্প: অন্তরালে অমাবশ্যা
■ ছড়া-ছড়ি: হালাল জীবন

মূক জনতার মহানায়ক আম্বেদকর

আম্বেদকর ছিলেন শোষিত ও অবহেলিত মানুষের ত্রাণকর্তা। তিনি ছিলেন প্রতিটি শোষিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। অতএব, আজ আম্বেদকর কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি সংকল্পের এক দৃঢ় নাম এবং আজ তিনি কেবল ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত। লিখেছেন **রবিদাস**।

আমরা সামাজিক মাধ্যমে পড়ি বা আলোচনা করি যে ধীরুভাই আম্বানি একসময়ে পেট্রোল পাম্পে কাজ করেছিলেন এবং পরে দেশের একজন বিখ্যাত শিল্পপতি হয়েছিলেন। দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা রজনীকান্ত বাস কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান একসময়ে বন্ধুর কাছে ২০ টাকা ধার নিয়ে মোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়েছিলেন। একইভাবে আমরা শুনি বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় লিওনেল মেসি এবং আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একসময় চায়ের দোকানে কাজ করতেন বা জীবিকার জন্য চায়ের দোকান দিতেন। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে একজন ছাত্র যে কখনো স্কুলের বারান্দায় আবার কখনো স্কুলের শেষ বেঞ্চে একা ছিল তাকে পরে সর্ব শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে। হ্যাঁ, সেই হল শোষিত এবং মুক জনতার মহানায়ক ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর। যুগ যুগের শেষে এমন মহাত্মা বা মহাপুরুষের জন্ম হয় এই পৃথিবীতে, যাদের চিন্তাধারা ও অতুলনীয় অবদান ও কর্মগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষ ও সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে এবং সাধারণ মানুষকে প্রগতির জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য মনোবল এবং উত্সাহ প্রদান করে। এমনই একজন পবিত্র আত্মা হলেন যোগ পুরুষ ড. আম্বেদকর। আম্বেদকর ১৮৯১ সালে মধ্যপ্রদেশের ম'হু নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই গ্রাম আজ ডঃ আম্বেদকর নগর নামে পরিচিত এবং তাঁর অনুসারীরা সেই গ্রামকে একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলে মনে করেন। আম্বেদকর, যিনি শোষণ, যন্ত্রণা এবং বৈষম্যের মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন, তাঁর দৃঢ় বুদ্ধিমত্তা এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাতি গঠন এবং দেশ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। আম্বেদকর ছিলেন শোষিত ও অবহেলিত মানুষের ত্রাণকর্তা। তিনি ছিলেন প্রতিটি শোষিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। অতএব, আজ আম্বেদকর কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি সংকল্পের এক দৃঢ় নাম এবং আজ তিনি কেবল ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত। ভীমরাও আম্বেদকর ছিলেন রামজি মালোজি চাকপাল এবং তার মা ভীমাবাইয়ের ২০ তম এবং কনিষ্ঠ সন্তান যিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সেনাবাহিনীতে একজন সুবেদার হিসেবে কাজ করেছিলেন । তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন এবং নারী ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। আজ, তবে অনুসূচিত জাতির সংস্থাগুলি, ছাড়া শ্রমিক, মহিলা বা অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলি আম্বেদকরের জন্ম ও মৃত্যু বা মহাপরিনির্বাণ দিবসকে স্মরণ করে । সমাজের সুবিধাবঞ্চিত খাতিখাওয়া মানুষের উন্নতি ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে সমাজকে সংগঠিত ও জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি শিক্ষার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে 'শিক্ষিত, সংগঠিত এবং ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম' মন্ত্রটি প্রেরণ করেছিলেন।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং আমাদের ভারতের সংবিধান হল তিনির অমর স্মৃতিচিহ্ন। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার প্রতিভা এবং একজন বিস্ময়কর পণ্ডিত। তাই, মহাত্মা গান্ধী এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথে মত, দর্শন এবং আদর্শের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, নেহেরু আম্বেদকরের পাণ্ডিত্যকে উপেক্ষা করতে পারেননি এবং তাকে তার মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছিলেন। যাইহোক, সংসদে হিন্দু কোড বিল পাশ না হওয়ায় রাগ ও প্রচারে ১৯৫১ সালে তিনি নেহেরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরে বিলটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে টুকরো টুকরো হিন্দু কোড বিল প্রেরিত করা হয়। তিনি ১৯২৬ সালে বোম্বে বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং শ্রমমন্ত্রী হন। তিনিই বিশ্বের একমাত্র এবং প্রথম সত্যাগ্রহী নেতা যিনি পাবলিক পুকুরের পানি পানের অধিকারের জন্য লড়াই করেন। এই অহিংস সংগ্রাম মহা সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। মন্দিরে প্রবেশের এবং পুকুরের জল পান করার অধিকার জাহির করতে ভারতীয় সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের পক্ষে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" আম্বেদকর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আম্বেদকর সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তারা যে পৃথিবীতে বাস করে এবং যে আকাশের নীচে তারা বাস করে সেখানে তাদের সমান অধিকার রয়েছে। স্কুলে, তিনি তৃষ্ণার্ত জল পান করতে অপমানিত হন এবং জলের পাত্রটি স্পর্শ করতে না পারেন। আলাদাভাবে, আমাকে শেষ বেঞ্চে একা বসে থাকতে হতো এবং মাঝে মাঝে স্কুলের বারান্দায়ও পড়তে হতো। আম্বেদকর পরে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে চারটি ডক্টরেট, আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং চারটি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেবতাদের ভাষা সংস্কৃত সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি পালি ভাষার অভিধানও রচনা করেন।

আম্বেদকার ছিল এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি যিনি অর্থনীতিতে ডক্টরেট পেয়েছেন। তিনি "দ্য প্রবলেম, অরিজিন অ্যান্ড সলিউশন অফ মানি" শিরোনামের একটি থিসিস সহ অর্থনীতিতে ডক্টরেট লাভ করেন এবং সেই থিসিসটির ফলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন হয়েছে । তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, রাজনীতি এবং দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তিনি লন্ডন থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯১৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি, ১৯৫২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার এল এল ডি, ১৯২৩ সালে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ডি এস সি এবং হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি লিট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০ সালে, তিনি লন্ডনের গ্রেস ইন থেকে আইনে ব্যারিস্টার হিসেবে স্নাতক হন। ২৪ বছর বয়সে, তিনি ভারতীয় সমাজের বর্ণ প্রথার উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এক বছরে ১৬,০০০টি বই পড়েন এবং ৫০,০০০টি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে রেখেছিলেন। তিনি ২ বছর, ১৫ মাস এবং ১৮ দিনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিলেন। তিনি মুকনায়ক, বহিষ্কৃত ভারত ও জনতা নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তিনি সমতা সৈনিক দল, শ্রমিক দল, বহিষ্কৃত কল্যাণ সমিতি এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সমিতি নামে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন। উনার জন্য শ্রমিকদের কাজের সময় ১৪ থেকে ৮ ঘণ্টা হয়েছে এবং উদ্যোগে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাত্তা দিতে হয়েছে। তিনি প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছিলেন - প্রাণীরা নিজেকে বিচার করতে এবং বিকাশ করতে পারে না, মানুষ তাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে বিকাশ করতে পারে। মানুষ অমর নয়। কিন্তু তারা তাদের বিচার ও আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে রেখে যেতে পারে। মানুষ নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবনী সঙ্গে একটি পার্থক্য করতে পারেন। তাই সময়ের সাথে সাথে চিন্তার পরিবর্তন প্রয়োজন। তবেই আপনি বড় স্বপ্ন দেখতে পারেন। তিনি রাজনৈতিক সমতা, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক সমতাও ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের মেয়াদে বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতীর চাপে ১৯৯০ সালে তাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। ২০১২ সালে, তিনি একটি বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল দ্বারা একটি সর্বজনীন জরিপে সেরা মহানতম ভারতীয় এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বিশ্বের সেরা পণ্ডিত হিসাবে মনোনীত হন। বিংশ শতাব্দীর এই মহান ভারতীয় ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে মারা যান। সেই মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ম্যাকলুহানের 'মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ'

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমের আলোকে বিশ্লেষণ

সেখ আব্বাসউদ্দিন
পিএইচডি গবেষক, আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

বার্তা (message) প্রেরণের জন্য মাধ্যম (media) প্রয়োজন। প্রেরক সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করলে তবেই গ্রাহক সেই বার্তাটি গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। তাই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে সঠিক মাধ্যম নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মাধ্যম কে কেন্দ্র করে বিখ্যাত কানাডিয়ান জ্ঞাপনবিদ মার্শাল ম্যাকলুহান ১৯৬৪ সালে তাঁর "Understanding Media: The Extensions of Man" বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে 'Medium is the Message' (মাধ্যমই বার্তা) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ও সংজ্ঞা প্রদান করেন। এই তত্ত্বে তিনি বলেন, মাধ্যম নিজেই একটি বার্তা বহন করে। একটি বার্তা কীভাবে প্রেরিত হচ্ছে বা কোন মাধ্যমে প্রেরিত হচ্ছে, সেটিই মূলত বার্তার আসল অর্থকে গড়ে তোলে।

মাধ্যমের চরিত্র এবং প্রযুক্তিগত গুণাবলী বার্তাকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে, তা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, শুধু যা বলা হচ্ছে তাই নয়, যে মাধ্যমে বলা হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে ৬০ বছর পূর্তিতে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যমে এই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরা হল।

গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রথম গণমাধ্যম হল সংবাদপত্র। ভারতে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয ১৭৮০ সালে। জেমস অগাস্টাস হিকি দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্র "বেঙ্গল গ্যাজেট" হল ভারববর্ষের প্রথম সংবাদপত্র।স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সংবাদপত্র ছিল জনগণের কণ্ঠস্বর। শিশির কুমার ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা" ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উজ্জীবিত করেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'দ্য হিন্দু', এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যুতে আলোকপাত করে মানুষের মতামত গড়ে তোলে। সংবাদপত্র একটি গভীর এবং বিশ্লেষণমূলক মাধ্যম, যা একটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে পারে। ম্যাকলুহানের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতায় সংবাদপত্র হল একটি মাধ্যম এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য হল বার্তা। তাই সংবাদপত্রের বিন্যাস এবং উপস্থাপনা বার্তার প্রভাব নির্ধারণ করে। শিরোনামের আকার, ছবির ব্যবহার এবং লেখার ধরন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মতামত গড়ে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনও বড় শিরোনাম বা ফ্রন্ট-পেজ নিউজ জনমনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

গণমাধ্যমগুলির মধ্যে রেডিও হল অন্যতম জনপ্রিয় গণমাধ্যম। ১৯২৩ সালে ভারতের প্রথম রেডিও সম্প্রচার শুরু হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রেডিও ছিল জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (Do or Die) আহ্বান বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ রেডিও সাধারন শ্রোতার কাছে শুধু তথ্য পৌঁছে দেয়নি, বরং একটি নতুন জাতীয় চেতনা সঞ্চার করেছিল। স্বাধীনতার পর, আকাশবাণী ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এবং সংবাদ পরিবেশন শুধুমাত্র নিত্য নতুন তথ্য পৌঁছে দেয়নি, বরং একটি জাতীয় জন সংযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। 'বিনাকা গীতমালা' জাতীয় স্তরে সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং এই রেডিও গ্রামীণ ভারত থেকে শহরের মানুষকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে এফএম রেডিওর সূচনা হয় এবং তরুণ প্রজন্মের মন জয় করে। আজকের দিনে রেডিওর ক্ষেত্রে 'মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ' তত্বটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এফএম রেডিওর মতো মাধ্যমগুলি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সক্ষম অর্থাৎ এফএম রেডিও হল মাধ্যম এবং এমএম রেডিওতে সম্প্রচারিত তথ্য হল বার্তা।

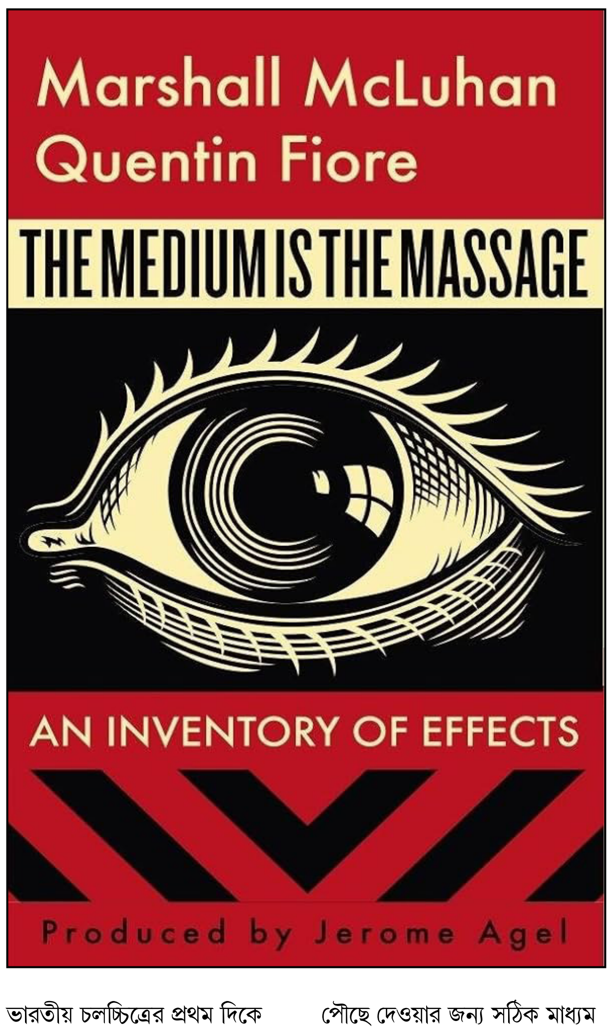

গল্পের মাধ্যমে বার্তা উপস্থাপন করা। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম দিকে নির্বাক চলচ্চিত্র যেমন 'রাজা হরিশচন্দ্র' (১৯১৩) একটি নতুন গল্প বলার মাধ্যম তৈরি করে। এই চলচ্চিত্র সাধারণ দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য সঠিক মাধ্যম এর প্রয়োজন এবং এই মাধ্যমটি হল সিনেমা হল। সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করেন পার্শি ব্যবসায়ী জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান। ম্যাডান ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁবু ফেলে চলচ্চিত্র দেখান এবং এটি বিনোদন গ্রহণের খুবই জনপ্রিয় একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে তাই তিনি ১৯০৭ সালে একটা পাকা ইমারত তৈরি করে 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস' নাম দিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সিনেমা হলটির নাম হয় 'চ্যাপলিন সিনেমা',।

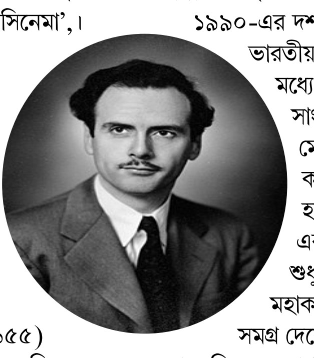

স্বাধীনতার পর, চলচ্চিত্র কেবল বিনোদন নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা বহন করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'(১৯৫৫) যেমন গ্রামীণ ভারতের চিত্র তুলে ধরে সারা বিশ্বের মন জয় করেছিল, ঠিক তেমনই আমির খানের 'তারে জমিন পর'(২০০৭), যেখানে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছিল। ম্যাকলুহান এর তত্বানুযায়ী চলচ্চিত্র দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য একটি মাধ্যম এর প্রয়োজন ছিল, সেই মাধ্যমটি হল সিনেমা হল এবং চলচ্চিত্রের বিষয়বস্ত হল বার্তা। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র মাধ্যম হিসেবে এবং চলচ্চিত্রের বিষয়বস্ত বার্তা হিসেবে বিনোদনের পাশাপাশি সমাজে পরিবর্তন এবং মানুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে।

টেলিভিশন গল্প উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে জাতির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। তৃণমুল স্তরে ম্যাকলুহানের এই তত্বটিকে টেলিভিশন খুবই ভালোভাবে বাস্তবায়িত করে। ভারতে ১৯৫৯ সালে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে দূরদর্শন ভারতীয় পরিবারগুলির মধ্যে এক নতুন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গঠন করতে সক্ষম হয়। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' শুধুমাত্র ধর্মীয় মহাকাব্য নয়, বরং সমগ্র দেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে, 'হাম লোগ' এবং 'বুনিয়াদ' প্রভৃতি সিরিয়াল ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনকে খুব ভালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল।এগুলি দেখার জন্য গ্রামের মানুষরা একত্রিত হত এবং পরিবারগুলোর মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতি (cultural memory) গড়ে উঠেছিল। 'মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ' এই তত্বের প্রাসঙ্গিকতায় টেলিভিশন হল মাধ্যম এবং টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ, চলচ্চিত্র, সিরিয়াল, গান ও বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হল বার্তা।

ভারতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে ম্যাকলুহানের এই তত্ত্ব আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, এবং সামাজিক মাধ্যমের যুগে ম্যাকলুহানের তত্ত্ব আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে WhatsApp ফরোয়ার্ড বা টুইটার ট্রেন্ড একটি বড় রাজনৈতিক বা সামাজিক বার্তা বহন করে। উদাহরণ হিসেবে, ২০২০ সালের লকডাউন। COVID-19 মহামারীর সময় যখন মানুষ ঘরে বন্দি, তখন OTT প্ল্যাটফর্ম এবং ভিডিও কলিং অ্যাপগুলো আমাদের যোগাযোগ এবং বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। এই মাধ্যমগুলো শুধু তথ্যই দেয়নি, বরং মানুষের জীবনযাত্রা এবং সামাজিক বন্ধনের ধারণাকেও বদলে দিয়েছে। ম্যাকলুহানের 'মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ' তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে যে, মাধ্যম কখনোই নিরপেক্ষ নয়। মাধ্যমের নির্বাচনই ঠিক করে দেয় বার্তা কীভাবে উপলব্ধি করা হবে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, এটি আরও প্রাসঙ্গিক কারণ ভারতের দর্শন, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মাধ্যমের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় রয়েছে। ৬০ বছর পরেও এই তত্ত্ব আমাদের প্রতিদিনের জীবনে নতুন অর্থ এবং দিশা দেখায়। 'Medium is the Message' এটি শুধু একটি তত্ত্ব নয়; এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা বর্তমান সমাজে জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও ম্যাকলুহানের এই তত্ত্বটি মাধ্যমের ক্ষমতা তুলে ধরে, তবু এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর (Fake News) এবং ট্রোলিং এক বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যম প্রত্যেকেই এই তত্ত্বকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়িত করেছে।ভবিষ্যতে ৫জি, মেটাভার্স এবং এআই-এর যুগে এই তত্ত্ব আমাদের নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

অরিন্দমবাবুর ‘সোনা নাতি’ শাহাবাজ

Al-Ameen Mission
Khalatpur Howrah 712408
Admission Test Result for the Session : 2025
Congratulation! You are selected for Counselling.

Form No : 488803	Class : VII	Sex : M
Student Name: : Md. Shahbaz Alam		
Status of Result : Qualified		
Date of Online Guardian Meeting alongwith Student : 4th November 2024, Monday	Time : 6.30 pm	
Meeting Id : 882 4435 7072	Pass Code : 163127	
Meeting Link: https://us06web.zoom.us/j/88244357072?pwd=baEgcbMQ6yJCp4daeHBoEcf5sAxZc3.1	Scan & Join	
Counselling Start : 5th November 2024	Counselling End: 9th November 2024	

কিভাবে মিটিং-এ জয়েন করতে হবে :--
১। আপনার মোবাইল ফোনে Zoom App ডাউনলোড ও ইন্সটল করতে হবে।
২। Join a meeting -তে ক্লিক করতে হবে।
৩। মিটিং আইডি ও পাস কোড প্রদান করতে হবে।
৪। নামের জায়গায় ছাত্র ছাত্রীর রোল নম্বর দিতে হবে অথবা উপরে দেওয়া QR code স্ক্যান করে সরাসরি মিটিংয়ে জয়েন করা যাবে।

এম মেহেদী সানি

পিতা হারা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শাহাবাজ আলমকে ‘সোনা নাতি’ বলে দাদু অরিন্দম গুপ্ত তাঁর হস্টেল, লেখাপড়ার সমস্ত খরচের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সামাজিক গণমাধ্যমে জোর চর্চায়। অরিন্দম গুপ্তের প্রশংসাই পঞ্চমুখ নেটিজেনরা লিখছেন, ‘মানবতা আজও বেঁচে আছে’, ‘এমন মানুষ আছে বলেই পৃথিবী আজও ধ্বংস হয়নি’, ‘অরিন্দম বাবু দীর্ঘজীবী হোন’ আরও কত কি। দেশজুড়ে সহিংসতার ঘটনা, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন বেড়েই চলেছে তখন এমনই ব্যতিক্রমী এই ঘটনা সামাজিক গণমাধ্যমে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। কিছুটা হলেও খোরাক পেয়েছেন মানবতাবাদী, পরধর্মসহিষ্ণু, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকারীরা। অরিন্দম গুপ্তের পোস্টকে হাতিয়ার করেই হাজার হাজার শেয়ারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মানবতাবোধ উন্মোচনের বার্তা দিয়েছেন নেটিজেনরা।

উল্লেখ্য, কলকাতার টালিগঞ্জের নাগতলার বাসিন্দা প্রাক্তন অধ্যাপক অরিন্দম গুপ্ত বৃহস্পতিবার একটি শিশুর সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে ফেসবুক ওয়ালে লেখেন, “এই শিশু আমার সোনা নাতি, শাহাবাজ আলম । অসম্ভব মেধাবী । আমার ক্লাসে অঙ্ক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বার কয়েক পুরস্কার পেয়েছে । ওর বাবা সিভিক ভলান্টিয়ার, মহবুল । এনএইচ ৩৪ এ কর্মরত ছিলো । এক অতিকায় ট্রাক তাকে থেঁতলে দিয়ে চলে যায় । শাহাবাজ শোকে পাথর হয়ে স্নান খাওয়া বন্ধ করে । ওর বাবা ওর চোখে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলো ও ডাক্তার হবে ! সেটা আর হবে না, সম্ভবত এমন চিন্তা থেকে শাহাবাজ বোবা হয়ে যায় । এরপর আমি ওকে কোলকাতায়, আমার কাছে নিয়ে আসি । ওকে অঙ্ক, ইংরেজি, ই.ভি.এস পড়াতে শুরু করি । তারপর ওকে আল- আমীন মিশনের অ্যাডমিশন টেস্টে বসাই । অভাবনীয় ফল করে শাহাবাজ । আগামী ১৩ তারিখে ওকে কাউন্সেলিং এ ডেকেছে । ও ভর্তি হয়ে যাবে । ওর বাবার স্বপ্ন ছিলো মিশন... ডাক্তারি ! সফল হতে চলেছে ।

শাহাবাজের হস্টেল, লেখাপড়ার সমস্ত খরচের দায়িত্ব আমি নিলাম । আমি যদি ছ’বছর বেঁচে থাকি, শাহাবাজ মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে পড়বে । তার আগে যদি পটল তুলে ফেলি, তোমরা একটু দেখো ! এই মেধার যেন অকালমৃত্যু না হয় ।” এই পোস্টে ঝড় উঠে সামাজিক গণমাধ্যমে, কয়েক হাজার শেয়ার হয়েছে ২৪ ঘন্টায়।

কে এই অরিন্দম গুপ্ত, শাহাদাত আলমের কি পরিস্থিতি ‘আপনজন’-এর তরফে খোঁজ নিয়ে আমরা জানতে পারি, অরিন্দম গুপ্তের জন্ম জামশেদপুরে, সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিয়ে, উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবন থেকেই শিক্ষানুরাগী তিনি, অনাদরে বেড়ে ওঠা গ্রাম বাংলার অত্যন্ত এলাকায় জাতি-ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে মেধাবী অনাথ শিশুদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে কখনো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেন। অরিন্দম বাবু জানান, ‘আমার যখন ৪৫ বছর বয়স আমি তখন প্রথমে একটা বাচ্চাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। সে আইআইটিয়ান, কর্মসূত্রে এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছে।’ প্রায় চোদ্দ বছর আগে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিজে বিবাহ করেননি, একাকীত্ব কাটাতে গ্রাম গঞ্জে গিয়ে বাচ্চাদের পড়ানো, দরিদ্র অসহায় দুঃস্থ মেধাবী বাচ্চাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পড়াশোনা করানোর কাজ আরও জোরালো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে অরিন্দম গুপ্ত উত্তর দিনাজপুরে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্কুল তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি দেখলাম মুসলিম জাতির মধ্যে ভীষণ মেধাবী বাচ্চা আছে, কিন্তু ওরা বেশিরভাগ ড্রপ আউট হয়ে যায় অথবা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াই, যখন দেখি খুবই মেধাবী অথচ অভাবী সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করি। ‘অ্যাসে ইন্ডিয়ান মডেল স্কুল’ আমার সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে চলেছে।’ শাহাবাজও ওই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। পিতাহারা মেধাবী ওই ছাত্রের সহায়তার ব্যাপারে অরিন্দম গুপ্ত বলেন, ‘ও অত্যন্ত মেধাবী, আমাকে দাদু বলে ডাকে আর তাছাড়া একটা বাচ্চা অসহায় দরিদ্র কিন্তু আমার একটু অতিরিক্ত পয়সা আছে আমি তাকে কিছুটা সহযোগিতা করব এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এটার মধ্যে আমি আলাদা কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’ ‘অরিন্দম গুপ্তের নাতি শাহাবাজ আলম’ সম্প্রীতি দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনি কিভাবে দেখছেন ? এই প্রশ্নের জবাবে অরিন্দম গুপ্তের সাফ উত্তর আমি ধর্ম মানি না, তাই এটা কোনো ব্যাপার না। আমি ঈদের সময় পায়েস খেতে যাই, পুজোর আনন্দ উপভোগ করি, আবার বড়দিনের মেলাতেও যাই। জাত-পাত মানি না ধর্ম-বর্ণ মানি না, মানবতাই বড়ো। আগামী বছর মেধাবীদের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও জানান অরিন্দম গুপ্ত।

শাহাবাজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, শাহাবাজ আলমের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে। শাহাবাজরা দুই ভাই বোন, বোনের বয়স বছর পাঁচেক। বাবা মহবুল হক সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন, গত ৭ ই ফেব্রুয়ারি ডিউটিরত অবস্থায় এক লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণহারান। নিজের সংসার, ছেলের পড়াশোনার খরচ, বাড়িতে অসুস্থ মা বাবার চিকিৎসা সবটাই চলত মহাবুলের রোজগারে। শাহাবাজ আলমের বাবার মৃত্যুর পর মা রুনা লায়লা বাবার কাজটি পেলেও ছেলে মেয়ের পড়াশোনা, শশুর শাশুড়ির চিকিৎসা, সংসার কিভাবে সামাল দেবেন তা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন রুনা।

রুনা লায়লা জানান, ‘শাহবাজ আলম সপ্তম শ্রেণীতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হতে চলেছে, আগামী ১৩ তারিখ বেলপুকুর ক্যাম্পাসে কাউন্সিলিং রয়েছে শাহাবাজের।’ আল-আমীন মিশনের সামগ্রিক পড়াশোনা দায়িত্ব ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অরিন্দম গুপ্ত। এমন অসহায় অবস্থায় শাহাবাজের শিক্ষার দায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়ায় অরিন্দম বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি তার ভূমিকায় কার্যত বাকরুদ্ধ শাহাবাজের গোটা পরিবার। সাহাবাজের মা বলেন, ‘শাহাবাজের দাদুর (অরিন্দম গুপ্ত) অবদান আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, আমার বাবার মত পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি অনেক বড় মনের মানুষ, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। শাহাবাজের বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা চিন্তায় পড়ে যায় তখন শাহাবাজের পাশে এসে দাঁড়ায় অরিন্দম বাবু। তিনি সাহস জুগিয়েছেন, পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, আমার ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখে আল-আমীন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শাহাবাজ সফলও হয়েছে । এই অবদান ভোলার নয়।’ আল-আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলামকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি ‘আপনজন’ প্রতিনিধিকে বলেন, ‘বিষয়টি আমি দেখেছি এবং খোঁজ নিয়েছি, আগামী ১৩ তারিখ আমি বেলপুকুর ক্যাম্পাসে থাকবো, শাহবাজ ও তাঁর পরিবার এবং অরিন্দম বাবুর সঙ্গে কথা বলব। কি করা যায় ভাবছি।’

অন্তরালে অমাবশ্যা

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

ফেরিঘাটের তিন কিলোমিটার আগে এসে গাড়ি থামে। লাইন কখনও কখনও পাঁচ-দশ কিলোমিটার পার হয়ে যায়। সে অবশ্য সময় বিশেষ। হয়তো ঘন কুয়াশায় ফেরি বন্ধ, না হয় ঈদের বাজার। আজ তেমন কিছু না হলেও কেন- কী কারণে এত লম্বা লাইন তা জানে না সমু। সে সিদ্ধান্ত নেয়, মিনিট কয়েক ঘুমিয়ে নেওয়ার। দু’চোখের পাতা এক করতেই পেছনের গাড়ির হর্ণে জেগে ওঠে। আশ্চর্য; সামনের গাড়ি একটুও এগোয়নি! তাহলে পেছন থেকে হর্ণ দিলো কেন? যখন মনে এমন ভাবনা জাগ্রত হয় তখন একটা মৃদু ঝাকুনিতে পিকআপ দুলে ওঠে। মনে হলো কেউ যেন গাড়ি থেকে নেমে গেল। সে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা রাস্তা থেকে নেমে বিস্তৃর্ণ মাঠ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে! পৌষের শেষ- কুয়াশার দাপট ঠিক শীতের মতই। সমু কী যেন ভেবে গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু নিয়ে কয়েক পা হেঁটে ভয় পেয়ে আবারো ফিরে আসে।

পিকআপে লাশটা নেই! একা একা উঠে চলে গেছে বিলের ভেতরে! ভাবতেই মনে হয় নিজের ওজন বেড়ে গেছে কয়েক গুন। হাত-পা যেন নড়তেই চায় না। কাঁপতে কাঁপতে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে পরপর দুই টান দিতেই তার নতুন চিন্তা মনের বন্দরে এসে ভীড় করে- যদি নাই থাকে তাহলে তার বাড়ির মানুষগুলোর কাছে কী হস্তান্তর করবে? নিজের অপরাধের সামান্যতম প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গেল। লাশ হেঁটে চলে যাবে কীভাবে? মনের ভুল নয় তো? সে তড়িঘড়ি পেছন ফিরে ছোট ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিচ্ছু দেখা যায় না। গাড়ি থেকে নেমে পেছনে যেয়ে তো হতবাক! লাশটা সেখানেই আছে; তবে মাথা পেছনের দিকে। স্পষ্ট মনে আছে, লাশ গাড়িতে উঠানোর সময় মাথা কেবিনের দিকেই দিয়েছিল। রাস্তায় তেমন কোন ঝাকি নেই, যার কারণে এমন সূক্ষ্মভাবে ঘুরতে পারে!

সে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করে- আসলেই কী ঘুরে গেছে নাকি মনের ভুল। এমনিতে সাদা কাপড়ে মোড়া লাশ, পোস্টমর্টেম হয়েছে কী না, তা জানে না। তার ওপর মহিলা! হাত দিয়ে দেখতে বিবেকে বাধে। হঠাৎ সিগারেটের আগুন পড়ে কাপড়ের ওপর। সে হাত দিয়ে সেটি নেভানোর চেষ্টা করতেই মুখের একপাশ থেকে কাপড় সরে যায়। পেছনের গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়েছে তার ওপর। একটা রক্তভেজা চোখ দেখা যায়। কী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সমুর দিকে! যেন কিছু বলতে চায়- যেন সে জানাতে চায় যা জানে না পৃথিবী। সমু ভয় পেয়ে খানিক দূরে সরে যায়।

পেছন থেকে অব্যহত হর্ণের আওয়াজ দিলেও সেদিকে খেয়াল নেই সমুর। গণেশ নামের একজন ট্রাকের হেলপার পাশে এসে দাঁড়ায়। সে পেটের ডান পাশ থেকে গেঞ্জি উঁচু করে চুলকাতে চুলকাতে বলল, ‘কোন সমস্যা?’

সমু কোন কথা বলে না। তার বুকের ধড়পড়ানি তখনও চলছে। গণেশ কিছু একটা আঁচ করতে পেরে বলল, ‘ওস্তাদ ডোজ কি বেশি হয়ে গেছে? আসেন আপনাকে সাইডে দিয়ে আসি।’

সমু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, ‘না না; আমি ঠিক আছি। তুমি যাও।’

‘তাহলে এতক্ষণ যে ওস্তাদ হর্ণ বাজিয়ে যাচ্ছে, আপনার সেদিকে তো কোন খেয়ালই নেই?’

‘না; ঠিক আছে।’ বলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আবারো পথ চলতে শুরু করে সমু। ফরিদপুর বাজার পার হবার পর ঘটে এক অন্য ঘটনা। মোড় ঘুরতেই দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিনু! গাড়ির আলোয় যা দেখা যায় স্পষ্ট। অসম্ভব; একদম অসম্ভব! এই রাতে- এত দূরে কেন আসবে সে? তাহলে কে? বিশ্বাস- অবিশ্বাসের দোলাচলে শেষপর্যন্ত গাড়ি দাঁড় করায়। তাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বিনু কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘ওমা; তুমিতো দিব্যি আছো!’

এ কথার মানে বুঝতে না পেরে সমু তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বিনু নীরবতা ভেঙে বলল, ‘শেষ পর্যন্ত আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। তুমি যে ভাল আছো এতেই আমার শান্তি।’

এ কী বলে বিনু! সমু বিস্মিত হয়ে বলল, ‘তুমি এখানে! কার সাথে এসেছো?’

‘কারো সাথে না। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে গতকালই এখানে এসেছি। কোথায় ছিলে তুমি?’

‘কিন্তু এখানে কেন? তুমিতো জানো আমি ড্রাইভারী করি; ফিরতে সময় লাগতেই পারে।’

‘সেটা নিয়ে কোন সমস্যা নয়- সমস্যা হলো...। থাক, বাদ দাও ওসব কথা।’

চলবে...

একটি অন্যদিনের গল্প

শংকর সাহা

সেদিন স্কুল থেকে তাড়াতাড়িই ফিরেছে তিতলি। সদ্য স্কুলে চাকরি পেয়েছে সে। পড়াশোনা, হাতের কাজ সবেতেই সে দক্ষ কিন্তু দোষ বলতে শুধু তার গায়ের রংটি কালো!

মাথাটি বড্ড ধরেছে বলে সে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। মা ঘরে ঢুকে ডাকাডাকি শুরু করলেন, মা তিতলি, ঘুমাচ্ছিস?

মায়ের ডাকে চোখ খুলে গেল।

-উউ? কী হয়েছে?

ঘুমাচ্ছিস?

ছবিটা একবার দেখ তো মা?

-কিসের?

পাত্র! খুবই ভালো ছেলে। পেশায় সরকারী চাকুরীজীবি...

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো তিতলি। বললো,

“মা! তুমি এই জন্য আমার ঘুম ভাঙ্গালে? বলছিতো বিয়ে করবো না আমি এখন”

মা অভিমানী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “এভাবে বললে হবে মা ? বড় হয়েছিস! বিয়ে তো করতেই হবে রে মা।”

-”করবো না করবো না করবো না!”

কথা না বাড়িয়ে মা ছবিটা মেয়ের বালিশের নিচে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নির্লিপ্ত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে সে । চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে তার। মেয়েটার বিয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। বিদ্বেষটা অন্য এক জায়গায়....

তারপর বিছানা থেকে নেমে আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে বারবার দেখতে থাকে সে। খুব ভালো করে দেখতে থাকে নিজেকে। কালো চেহারায় এবারো হয়তো পাত্রপক্ষ ঘুরে যাবে!বাবা-মাকে আবার কষ্ট পেতে হবে এমনই ভাবতে থাকে সে।

তিতলির জন্য প্রস্তাব আসে। কিন্তু সৌভাগ্য আসে না।ছেলের ছবি হাতে নিয়ে মা বলেন, “এমন শিক্ষিত বড়লোক বাড়ির ঘরের বউ হতে পারলে তোর জীবনটি সার্থক হয়ে যাবে মা ..”

তিতলি দরজার আড়াল থেকে সব শুনলো। বাবা চুপচুপ করে মাকে বলছেন, “ মেয়েটাকে একটু ভালো মেকআপ করে সাজিয়ে দিও। যাতে কালো রংটি দেখা না যায়”.তিতলি তাকালো মার দিকে।

তিতলির ডাকে পেছনে ঘুরে তাকান মা।

“মা, আমাকে কোন শাড়িতে মানাবে ? কমলা না হলুদ!

দুটোতেই সুন্দর লাগে রে মা..

মা আমায় একটু ভালো করে সাজিয়ে দেবে!...

মেয়েকে বুকে টেনে নেন মা। ।

এখন মা -মেয়ে দুজনই কাঁদছে।।

সৃষ্টিকর্তার কাছে এভাবেই তারা প্রতিবাদ জানায়।,

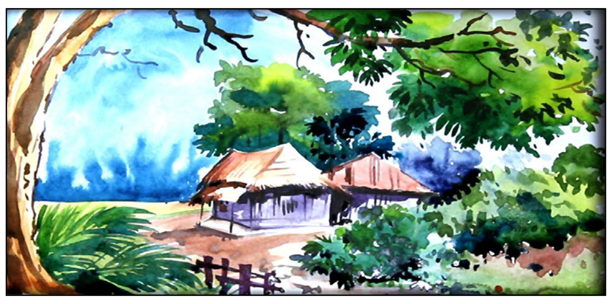

পথিক

মহঃ রাইহান

এগিয়েছি রাস্তায় খালি পায়ে
নিজের সুখ দুখ একসাথে নিয়ে,
ভরতি রাস্তায় আগন্তুক হয়ে
আমি জনশূন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে।
নেই আত্মীয়, নেই আপনজন
এই পরিবেশে আটকেছে মন,
বছরের পর বছর গঠন
পেতাম যদি কাউকে আমার মতন।
এ পথচলা একলা আমার
সঙ্গে নিবোনা কাউকে আর,
ভোরের ঐতিহাসিক সূর্যদয় টার
খোঁজ পাবো ওই নদীর পার।
মন ভরতি উওেজনা নিয়ে
পাড়ি দিব দীর্ঘসময় ধরে,
আমি হারিয়ে গেছি নির্জন দ্বিপে
যেখানে ভালোবাসা নেই, মায়া নেই,
শান্তি পাই ভেবে ভেবে।
একলা হাতে নৌকা নিয়ে
হারিয়েছি সবার চোখ থেকে,
কাশফুলের মতো নিজেকে আলাদা করে।
শুধু প্রকৃতির আওয়াজ শুনি
বোধহয় এবার পেয়েছি মুক্তি,
জানিনা আমি হারিয়েছি কত গাছপালা গুলি।
পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ
ভাবি একলা নেই আজ,
তাদের সাথে মিলেছে সাজ
যদি হতাম একটা গাঙচিল অথবা বাজ।

শান্তির পতাকা

মহ. মোসাররাফ হোসেন

একসাথে হেঁটে চলেছি অন্ধকার ঝুপড়ির দিকে...
লক্ষ্য শেষ গন্তব্যে পৌঁছানো !
পথের শেষ নাই...
পথিক শেষ হয়ে যায়,
শূন্যনীল আকাশে !
সমুদ্রের ধারে কন্টকাকীর্ণ পথে ,
দেখা এক নারীর সঙ্গে।
ভিড় ভাঙিয়ে হেঁটে চলেছি...
রাত যতই বড় হোক
অন্ধকারের জরায়ু ছিঁড়ে
সূর্যোদয় হবেই !
ঊষাকে সাক্ষী রেখে সমুদ্রের পাড়ে
গেড়ে দেব শান্তির পতাকা!

ছড়া-ছড়ি

হালাল জীবন

সেখ আব্দুল মান্নান

মনের ক্ষুধা মেটাতে দুনিয়ায়
হরেক খাবারের ছড়াছড়ি,
মনের মতো খাবার পেলে
তাকেই গ্রহণ করি।
আমরা কজন সেই খাবার
হালাল করে খাই?
এসো মনেপ্রাণে হালাল কথার
অর্থ বুঝি ভাই।
বিবেক বুদ্ধি এই দুনিয়ায়
সব মানুষের আছে,
তাকে নিয়েই সভ্য সমাজে
ইতর ভদ্র বাঁচে।
বিবেকের আঁধার ঘরে যদি
জ্বলে হালালের আলো,
সমাজ থেকে মুছে যাবে
হীনমন্যতার কালো।
আজ হালাল হারাম দ্বন্দ্বটাকে
দূরে সরিয়ে রাখি,
মনের মলীন ভাবনাগুলো কে
হালাল চাদরে ঢাকি।
হালাল খাবার খাওয়ার মতোই
এসো শপথ করি,
লোভ লালসার সব রিপুকে
ফেলব দূরে ছুড়ি।

লাল সবুজের মাঠে

মিরাজুল সেখ

হেমন্তের ওই বিকেল বেলা
লাল সবুজের মাঠে ,
ধানের আগা ছড়িয়ে আছে
সূর্য যায় রে, পাটে ।
উড়ছে কত রঙিন ঘুড়ি
পাখির ডানা মেলে ,
খেলছে কতক ছোট্ট শিশু
উঠোন খানা ফেলে।
মাঠের পাশেই বইছে নদী
দুলছে নৌকা ঘাটে ,
মুখরিত সব পাখির গানে
লাল সবুজের মাঠে ।
দুলছে সবুজ গাছের পাতা
হিমের হাওয়ায় হেসে,
আনন্দেতে ছুটছে মাঠ
ঢেউয়ের তালে ভেসে ।
হাঁটছে কারা কচি পায়ে
আল ভাঙা ওই মাঠে,
খুশির আমেজ সুখের নদী
লাল সবুজের মাঠে।

দুয়ারে শীত

সুচিত চক্রবর্তী

বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো
দুয়ারে শীত দিচ্ছে হানা,
এই সময়ে যেতে পারো
নিকো পার্ক ও চিড়িয়াখানা।
নরম রোদে ভালোই লাগে
চড়ুইভাতি যখন চলে,
বন্ধুরা সব এক হয়ে বেশ
প্রাণের কথা খুলে বলে।
শীত এলেই পাতা ঝরে
গাছে আবার নতুন পাতা
স্কুলও বন্ধ ভালই লাগে
ধরতে হয় না বইও খাতা।

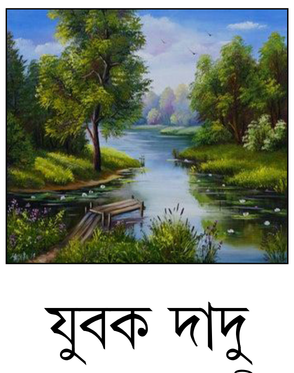

যুবক দাদু

মোঃ রহমত আলী

দাদুর নাই দাঁ ,
গিলে খায় ভাত,
সকাল তার সাঁঝ,
বিকালে দেখে একাই চাঁদ।

দাদুর কপালে ভাঁজ,
চোখে ভীষণ লাজ,
হাসিমুখের সাজ,
কথা না , বড় তার কাজ।

মনটা যুবক হায়,
বয়স আশি প্রায়,
দাদু একাই একশ,
খেয়েছে নির্ভেজাল শস্য।

অব্যক্ত গল্পের সিঁড়ি

নকুল শর্ম্মা

নদীর মতো মিশে যাবো
তোমার সাগর মোহনায়–
ইচ্ছের গাঙচিল হয়ে ঠোঁট ভেজাবো তোমার জলে,
ঢেউয়ের তালে ভাসিয়ে দেবো ভালোবাসার সাম্পান।
ঝলমলে চাঁদের আলোয়
তোমার বুকে বসাবো আসন--
অনন্ত প্রহর কেটে যাবে অব্যক্ত গল্পের সিঁড়ি বেয়ে,
তারার ফুলে সাজিয়ে দেবো তোমার হৃদয় আঙিনা।
শিশির স্নাত রজনীগন্ধায়--
আমি হবো শুভ্র স্নিগ্ধ পাপড়ি
ভোরের সুবাসে তুমি আমার চিরচেনা মিষ্টি প্রজাপতি,
আলতো ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দেবে প্রতীক্ষার অধর ওষ্ঠ।

আমার জীবন

সোহরাব হোসেন

আমার জীবন পাতায় দুঃখ লেখা,
আমি সুখের দেখা পাবো কোথা ।।

আমি খুঁজে খুঁজে না পাই–
আমি এপাশ ওপাশ তাকাই–
আমার জীবন পাতায় দুঃখ লেখা,
আমি সুখের দেখা পাবো কোথা ।।

দুঃখের পাতায় জীবন বিলীন
চোখেতে যার অশ্রু মলীন
এ কেমন সম্মান - এ কেমন সম্মান
আমার জীবন পাতায় দুঃখ লেখা,
আমি সুখের দেখা পাবো কোথা ।।

অন্তরে তোমার বিষে ভরা
কথার মাঝে কতো মিষ্টি কড়া
ও কথা শুনতে না আর চাই।।
আমার জীবন পাতায় দুঃখ লেখা,
আমি সুখের দেখা পাবো কোথা ।।

ভাগ্যই যার আঁকাবাঁকা
সময় অসময়ে সবই ফাঁকা
আলো জ্বলবে না যে আর।।
আমার জীবন পাতায় দুঃখ লেখা
আমি সুখের দেখা পাবো কোথা ।।

মেসির হাতেই তুলে দেওয়া হল এমএলএস বর্ষসেরার পুরস্কার

আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসি এবারই প্রথম পূর্ণ মৌসুম খেলেছেন। দলকে সাপোর্টাস শিল্ড পুরস্কার জিতিয়ে প্রথম পূর্ণ মৌসুমেই হয়েছেন এমএলএসের বর্ষসেরা। কাল লিগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে 'ল্যান্ডন ডোনোভ্যান মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' হিসেবে মেসির নাম ঘোষণা করা হয়। চোটের কারণেই মেসি অবশ্য পুরো মৌসুমে খেলতে পারেননি। পায়ের ব্যথা, মাংসপেশিতে টান, জাতীয় দল আর্জেন্টিনার খেলা থাকা আর কোপা আমেরিকা ফাইনালের পাওয়া সেই অ্যাঙ্কেলের চোট মিলিয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এমএলএসে ২০২৪ মৌসুমের ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ১৯ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। তাতে গোল করেছেন ২০টি, করিয়েছেন আরও ১৬টি। রেগুলার সিজনে রেকর্ড ৭৪ পয়েন্ট তুলতে পেরেছে মেসির দল, জিতেছে সর্বোচ্চ পয়েন্টের সাপোর্টার্স শিল্ড। যদিও চ্যাম্পিয়ন-নির্ধারণের প্লে-অফ পর্বে মায়ামির যাত্রা থেমে গেছে শুরুতেই। তবে এমএলএসের দুই কনফারেন্স মিলে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকার সুবাদে আগামী বছরের ক্লাব বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে দলটি। বর্ষসেরা হয়েও অবশ্য লিগ চ্যাম্পিয়ন না হওয়ার আক্ষেপ ঝরেছে মেসির কণ্ঠে, 'এই পুরস্কারটি আমি ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে, শনিবারের ফাইনালের সময় নিতে চাইতাম। এবারের এমএলএসে আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন ছিল। সেটা হয়নি। পরের মৌসুমে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে চেষ্টা করব।' শনিবার লিগের ফাইনালে লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সি ও নিউ ইয়র্ক রেড বুলস খেলবে। ইন্টার মায়ামির ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এমএলএসের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার কীর্তি গড়েছেন মেসি। খেলোয়াড়, গণমাধ্যমকর্মী ও ক্লাবগুলোর ভোটে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়।

হেডের সেঞ্চুরি, অস্ট্রেলীয়দের দাপটে সঙ্কটের মধ্যে ভারত

আপনজন ডেস্ক: অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় দিন শেষে তাহলে বড় প্রশ্ন এটাই। ঋষভ পন্ত বা নীতীশ রেড্ডির মধ্যে কেউ ট্রাভিস হেড হতে পারবেন?
শেষ বিকেলে মিচেল স্টার্কের বলে শুবমান গিলের মাঝের স্টাম্প উড়ে যাওয়া, কিংবা এর আগে স্কট বোলান্ডের শিকার হয়ে বিরাট কোহলির ফেরা অথবা প্যাট কামিন্সের বলে রোহিত শর্মার অফ স্টাম্প নড়ে যাওয়া দেখার পর ভারতীয় সমর্থকেরা মনে হয় না খুব বেশি আশাবাদী হবেন।
আবার হতেও পারেন। অস্ট্রেলিয়ান পেসত্রয়ীয় এই ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেও তো পন্ত খেলছেন পন্তের মতো, সাহসের সঙ্গে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন রেড্ডি।
ভারতকে এই টেস্টে হার থেকে বাঁচাতে হলে এই দুজনেরই অথবা অন্তত একজনের ট্রাভিস হেড হওয়া ছাড়া খুব বেশি উপায় নেই আসলে। ওহ, হেড কী করেছেন সেটাই তো বলা হয়নি।
অ্যাডিলেডের দর্শকেরা তো বটেই, ক্রিকেটপ্রেমী কারও অবশ্য এতক্ষণে সেটা আর অজানা থাকার কথা না। আজ সকালে যখন অ্যাডিলেডের ঘরের ছেলে হেড ব্যাট করতে নামেন, ভারতের ১৮০ রানের জবাব দিতে নামা অস্ট্রেলিয়া তখন ৩ উইকেটে ১০৩। সিরাজের লো ফুলটসে বোল্ড হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তাঁর নামের পাশে ১৪১ বলে ১৪০ রান। ১৭টি চারের সঙ্গে ৪টি ছক্কা। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৭ উইকেটে ৩১০। সেখান থেকে আরও ২৭ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়া যখন থামে, ১৫৭ রানের লিড হয়ে গেছে স্বাগতিকদের। বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার এই চাপের সঙ্গে
স্টার্ক-কামিন্স-বোলান্ডদের আগুনে বোলিং ভারতকে দ্বিতীয় ইনিংসেও একেবারে নড়বড়ে করে দিয়েছে। ১২৮ রানে ৫ উইকেট হারানো রোহিত শর্মার দলের ইনিংস হার এড়াতে আরও দরকার ২৯ রান। অ্যাডিলেডে হেডের এমন দুর্দান্ত ব্যাটিং অবশ্য এখন বেশ চেনা দৃশ্যই হয়ে গেছে। দক্ষিণ

অস্ট্রেলিয়ান এই ক্রিকেটারের জন্ম এই শহরে, এই মাঠে খেলেই তিনি হেড হয়েছেন। বিগ ব্যাশেও তাঁর দল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স। তিন সংস্করণেই এই মাঠে তাঁর দুর্দান্ত পরিসংখ্যান। এ নিয়ে এখানে ৭ টেস্টে ৯টি ইনিংস খেলে হেড করেছেন ৬৩৪ রান। ক্যারিয়ার গড় ৪৩.২০ হলেও অ্যাডিলেডে সেটা ৭৯.২৫! টেস্ট ক্যারিয়ারে তাঁর ৮ সেঞ্চুরির ৩টিই এই মাঠে, ক্যারিয়ার সেরা ১৭৫ রানের ইনিংসটিও খেলেছেন নিজের এই প্রিয় মাঠে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
সেই অ্যাডিলেডে হেড আবারও পেয়েছেন ভারতকে। যাদের বিপক্ষে বড় মঞ্চে বড় কিছু করাটা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে বলা যায়। লন্ডনে সর্বশেষ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল এবং আহমেদাবাদে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল—দুটিতেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ ছিল ভারত, দুটিতেই ম্যাচসেরা হেড। লন্ডনে খেলেছিলেন ১৬৩ রানের ইনিংস, আহমেদাবাদে ১৩৭ রানের। সেই ভারতের বিপক্ষে আজ আরও একটা সেঞ্চুরি করে ভারতের ম্যাচে ফেরার কাজটা অনেকটাই কঠিন করে দিয়েছেন হেড। যে কারণেই হয়তো তাঁকে আউট করে একটু রাগ দেখিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ, হেডকে দেখিয়ে দিয়েছেন ড্রেসিংরুমের পথও। ওই দৃশ্যটা দেখে অবশ্য সিরাজেরই সমালোচনা করেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান ও এই টেস্টের ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার, 'সে (হেড) ১৪০ রান করেছে। যদি ১/২ রান করে আউট হয়ে যেত আর তাকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়ে দেওয়া হতো, সেটা অন্য ব্যাপার হতো। সে এখানকার (অ্যাডিলেডের) ছেলে, এখানকার তারকা। ওর সঙ্গে এই আচরণ করে সিরাজ দর্শকদের কাছে ভিলেনই হয়ে গেছে। বরং সে (সিরাজ) যদি সেঞ্চুরিটার জন্য তালি দিত, সবাই প্রশংসা করত।'
সিরাজ প্রশংসা নিতে না পারলেও হেড প্রশংসায় ভাসছেন। আজকের ইনিংসটা অবশ্য আরও একটি কারণে বিশেষ তাঁর কাছে। এদিন যে প্রথমবার মাঠে এসে বাবার খেলা দেখেছে হেডের ছেলে হ্যারিসন। গত মাসেই জন্ম নেওয়া হ্যারিসনকে কোলে নিয়ে গ্যালারিতে বসে ছিলেন হেডের স্ত্রী জেসিকা। সেঞ্চুরিটা হয়ে যাওয়ার পর জেসিকাই দিলেন আরও একটা তথ্য, 'দুই বছর আগে আমাদের প্রথম সন্তান মিলা জন্ম নেওয়ার পর ওকে নিয়ে যখন প্রথম মাঠে যাই, সেই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিল সে (হেড)। আজ হ্যারিসনও প্রথম মাঠে এল, আজও সেঞ্চুরি।'
বাবার জন্য দুই সন্তানই কী সৌভাগ্যই না বয়ে নিয়ে এসেছেন!
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ১৮০ ও ২৪ ওভারে ১২৮/৫ (গিল ২৮, পন্ত ২৮*, রেড্ডি ১৫; কামিন্স ২/৩৩, বোলান্ড ২/৩৯, স্টার্ক ১/৪৯)।
অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৮৭.৩ ওভারে ৩৩৭ (হেড ১৪০, লাবুশেন ৬৪, ম্যাকসুয়েনি ৩৯; বুমরা ৪/৬১, সিরাজ ৪/৯৮)।

চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ২-০ তে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গলে-২ (বিষ্ণু, জিকসন)
চেন্নাইয়িন এফসি-০)

আপনজন ডেস্ক: আইএসএল-এ টানা ৩ ম্যাচ গোল হজম না করা, টানা ২ ম্যাচ জয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের এই পারফরম্যান্স ভাবতেও পারছিলেন না কট্টর সদস্য-সমর্থকরা। কিন্তু প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজোঁর হাত ধরে বদলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসি-কে ২-০ হারিয়ে লিগ টেবলে ১৩ নম্বর পজিশন থেকে ১১ নম্বরে উঠে এল লাল-হলুদ ব্রিগেড। টানা ৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর ইস্টবেঙ্গল দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছে। পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসি-র মুখোমুখি হতে চলেছেন আনোয়ার আলি, প্রভসুখন সিং গিলরা। সেই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট বাড়িয়ে নেওয়াই ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য। শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ড্যানিয়েল চিমা চুকুদের আক্রমণই বেশি ছিল। একাধিক সুযোগ নষ্ট করে চেন্নাইয়িন এফসি। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখন একাধিক সেভ করেন। না হলে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ত ইস্টবেঙ্গল। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের ধারা বদলে যায়। ৪৯ মিনিটে দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকসের পরিবর্তে ক্লেইটন সিলভাকে মাঠে নামান অস্কার। এর ৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। ৫৪ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের থ্রু ধরে বক্সের মধ্যে পি ভি বিষ্ণুর দিকে বল বাড়ান সল ক্রেসপো। ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন বিষ্ণু। ৫৯ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য মাঠ ছাড়েন ক্রেসপো। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন জিকসন সিং। এই জিকসনই ৮৪ মিনিটে অসাধারণ শটে দ্বিতীয় গোল করেন। এর ফলে সহজ জয় পেল ইস্টবেঙ্গল।

ফর্মে ফেরাতে এমবাপ্পেকে বেঞ্চে বসানোর আভাস আনচেলত্তির

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে সময় পার করছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। টানা ব্যর্থতায় রীতমতো কোণঠাসা রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। ওপেন প্লে তো বটেই, পেনাল্টি থেকেও গোল করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। এমবাপ্পের ব্যর্থতার প্রভাব পড়েছে রিয়ালের পারফরম্যান্সেও। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ দুই জায়গাতেই ভুগছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থতার কারণে এমবাপ্পেকে নিয়ে এখন আলাদা করে ভাবতে হচ্ছে আনচেলত্তিকে। এমনকি সামনের ম্যাচগুলোয় তাঁকে বেঞ্চে বসানোর আভাসও দিয়ে রেখেছেন রিয়াল কোচ। মূলত ফর্মে ফেরানোর লক্ষ্যেই এমবাপ্পেকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবছেন বলেছে জানিয়েছেন ইতালিয়ান এই কোচ। লা লিগায় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সংগ্রাম করছেন এমবাপ্পে। শেষ ৭ লিগ ম্যাচে তাঁর গোল মাত্র ৩টি। এ ছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে এবং লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে পেনাল্টিও মিস করেছেন। এর মধ্যে চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫ ম্যাচে হেরে চাপে আছে এমবাপ্পের দল রিয়ালও। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে একাদশে রাখা নিয়েও নতুন করে ভাবছেন আনচেলত্তি। আজ রাতের জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে আনচেলত্তি বলেছেন, 'সে এ বিষয়ে (নিজের পারফরম্যান্স) সচেতন; কারণ, আগের ম্যাচের পর সে এটা নিয়ে কথা বলেছে। আমরা সবাই তার সঙ্গে আছি। সে তার সেরাটা খেলতে পারছে না। এমন অনেকেই যারা বিষয়টা বুঝতে চায় না। কিন্তু সে (এমবাপ্পে) তার ভালো না খেলার বিষয়ে সচেতন।' এরপর এমবাপ্পেকে বিশ্রাম দেওয়ার আভাস দিয়ে আনচেলত্তি আরও বলেছেন, 'আমরা সবকিছু পর্যালোচনা করে দেখছি। তবে আমার মনে হয় সে গতি এবং তীব্রতার দিক থেকে উন্নতি করেছে।

ঝড়ের কারণে স্থগিত এভারটন- লিভারপুল ফুটবল ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: প্রিমিয়ার লিগে মার্সিসাইড ডার্বিতে আজ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল লিভারপুল ও এভারটনের। নিজেদের মাঠ গুডিসন পার্কে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলকে আতিথ্যে দেওয়ার প্রস্তুতিও সেরে রেখেছিল এভারটন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থগিত করা হয়েছে ম্যাচটি। লিভারপুল ও এভারটন দুই ক্লাবই ম্যাচ স্থগিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে এভারটন জানিয়েছে, আজ গুডিসন পার্কে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে মার্সিসাইড ডার্বির ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। লিভারপুল জানিয়েছে, 'আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আজ গুডিসন পার্কে এভারটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে।'
আবহাওয়া দপ্তরের বরাত দিয়ে একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ডারা ঝড়ের প্রভাবে মার্সিসাইড এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটারের পৌঁছতে পারে। যে কারণে এলাকাটি এখন ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরই মধ্যে নির্ধারিত বেশ কিছু খেলাও বাতিল করা হয়েছে। এভারটন-লিভারপুল দ্বৈরথ ছাড়াও চ্যাম্পিয়নশিপে কার্ডিফ-ওয়াটফোর্ড এবং প্লেমাউথ-অক্সফোর্ডের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থগিত করা হয়েছে লিগ ওয়ানে ব্রিস্টল রোভার্স এবং বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের ম্যাচও। প্রিমিয়ার লিগে আপাতত ১৪ ম্যাচে ১১ জয় ২ ড্র ও ১ হারে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি। আর্সেনালের পয়েন্টও ২৮। তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে আছে তারা। লিভারপুলের নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী এভারটন ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ১৫ নম্বরে।

গুয়াহাটিতে খেলার মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টন আম্পায়ারের

আপনজন ডেস্ক: ভারতের গুয়াহাটিতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা চালাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আম্পায়ার নাজিব ইসমাইল রাসেল। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।
বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের প্যানেলভুক্ত আম্পায়ার তিনি। প্রতি মাসেই বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে আম্পায়ারিং করতেন। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের বর্তমান নির্বাহী কমিটির সদস্যও ছিলেন।
গুয়াহাটিতে আজ তাঁর ম্যাচ ছিল। কোর্টে যখন আসছিলেন না, আয়োজকেরা তাঁর হোটেলে যায়। অনেক ডাকাডাকির পরও কোনো

ভাঙা হয়। এবং দেখা যায়, তাঁর নিথর দেহ পড়ে আছে। নাজিব ইসমাইলের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সহসভাপতি ও জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক ক্রীড়াবিদ কামরুন নাহার ডানা প্রয়াত নাজিবকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন, '১ ডিসেম্বর সে আমাকে ফোন করে বলেছিল পরদিন গুয়াহাটি যাবে। আগামীকাল ৮ ডিসেম্বর ঢাকা আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন তাকে ফিরতে হচ্ছে লাশ হয়ে। ওর মৃত্যু বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।' ১৩ ডিসেম্বর থেকে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। নাজিবের ওপর নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তিনিই বেশি করতেন। তাঁকে ছাড়া ঢাকায় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন কল্পনাই করতে পারছেন না ব্যাডমিন্টন-সংশ্লিষ্টরা। ধারণা করা হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাকে নাজিব ইসমাইল এভাবে চলে গেছেন। বিশেষ কোনো রোগে আক্রান্ত ছিলেন না বলেই জানিয়েছেন অনেকে।

ইসিবির নতুন নীতিতে অসন্তোষ

আপনজন ডেস্ক: ইসিবির নতুন নীতিতে অসন্তোষ, 'দ্য হানড্রেড' বর্জনের পথে ৫০ ইংলিশ ক্রিকেটার! ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের অন্তত ৫০ জন ক্রিকেটার। প্রতিবাদস্বরূপ, তারা ইসিবির আয়োজিত 'দ্য

হান্ড্রেড' টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ। ইসিবি গত সপ্তাহে বিদেশি লিগে খেলার অনুমতি (এনওসি) দেওয়ার বিষয়ে নতুন নীতি প্রণয়ন করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ক্রিকেটার যদি কাউন্টি দলের সঙ্গে লাল বলের চুক্তিবদ্ধ থাকেন, তবে তিনি বিদেশি টি-টোয়েন্টি লিগে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পাবেন না।

জিততে পারল না বার্সা

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল বেতিস ২ : ২ বার্সেলোনা
লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান আরও বড় করার সুযোগ হাতছাড়া করেছে বার্সেলোনা। রিয়াল বেতিসের মাঠে বার্সা ড্র করেছে ২-২ গোলে। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে রবার্ট লেভানডফস্কির গোলে এগিয়ে গেলেও সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা।
৬৮ মিনিটে পেনাল্টি গোলে বেতিসকে সমতায় ফেরান জিওভানি লো সেলসো।
এরপর ম্যাচের ৮২ মিনিটে ফেরান তোরেস গোল করলে জয়ের আশা বাড়ে বার্সার।
কিন্তু যোগ করা সময়ে গোল করে বার্সাকে রুখে দেন আসানে দিয়াও। এই ড্রয়ে ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকল বার্সা। ১৫ ম্যাচে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৩৩। আজ রাতে রিয়াল খেলবে জিরোনার বিপক্ষে।

১৩ বছরের বৈভব এখন বাংলাদেশের ত্রাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: বৈভব সূর্যবংশী—বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রিকেটমহলে আলোচনায় নামটি। এক বছরে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ৪৯টি সেঞ্চুরি, মাত্র ১৩ বছর বয়সে আইপিএলে দল পাওয়া বৈভবকে বারবার আলোচনায় নিয়ে এসেছে।
সেই বৈভব এখন খেলছেন যুব এশিয়া কাপে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। এই টুর্নামেন্টে তিনি যেভাবে খেলছেন, তাতে তাঁকে নিয়ে আলোচনাটা যে মোটেই বাড়াবাড়ি নয়, সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এশিয়া কাপের ফাইনালে এই বৈভব-বাধা পার হতে হবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে। বৈভব যে এশিয়া কাপে অনেক রান করেছেন এমন নয়, ৪ ম্যাচে ১৬৭। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় আছেন ৭ নম্বরে। তবে বাঁহাতি এই ওপেনার স্ট্রাইক রেটের কারণেই আলাদা। তাঁর খেলা দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি আসলে টি-টোয়েন্টি, নাকি ৫০ ওভারের

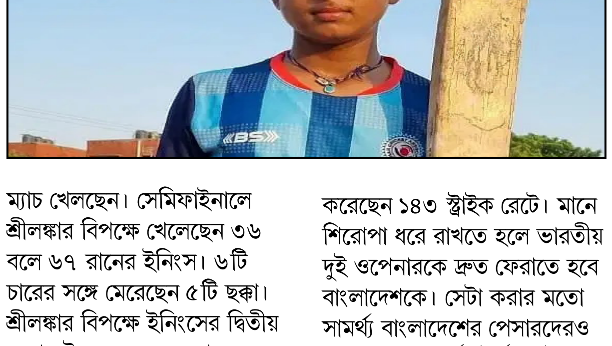

ম্যাচ খেলছেন। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলেছেন ৩৬ বলে ৬৭ রানের ইনিংস। ৬টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৫টি ছক্কা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই তুললেন ২২ রান। এর আগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে করেছেন ৪৬ বলে অপরাজিত ৭৬ রান, সেদিন ছক্কা মেরেছেন ৬টি। সব মিলিয়ে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৪৬, যা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ। ভারতের আরেক ওপেনার আয়ুশ মাত্রেও ভয়ংকর ব্যাটসম্যান। এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ব্যাটিং করেছেন ১৪৩ স্ট্রাইক রেটে। মানে শিরোপা ধরে রাখতে হলে ভারতীয় দুই ওপেনারকে দ্রুত ফেরাতে হবে বাংলাদেশকে। সেটা করার মতো সামর্থ্য বাংলাদেশের পেসারদেরও আছে। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের দুই পেসার আল ফাহাদ ও ইকবাল হোসেন। দুজন নিয়েছেন ১০টি করে উইকেট। ৮ ডিসেম্বর দুবাইয়ে ভারত মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের। পাকিস্তানের সঙ্গে একবার যৌথ চ্যাম্পিয়ন হওয়াসহ টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ আটবার শিরোপা জিতেছে ভারত।

আমমোক্তার নামা

যতনেশ্বর দাস মণ্ডল, পিতা অনন্ত কুমার দাস মণ্ডল, গ্রাম:- শ্রীপুর, পো:- কাশিমপুর, থানা:- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বিগত ইং- ০৪-০৭-২০২৪ তারিখে বারুইপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ১নং বহির ৫৮৭৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত দলিল অনুযায়ী যার তপশিল জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মৌজা কাঁটামারি, জে এল নং-৩৮, RS খতিয়ান নং-২৪৯, L.R খতিয়ান নং 134/1, 163/1, RS ও LR দাগ নং 1701 (এক হাজার সাতশত এক) -এ ৬.৩৮ শতক সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩ শতক বা এক বিঘা। এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে।
ইতি
তুষার দাস মন্ডল, পিতা যতনেশ্বর দাস মণ্ডল, সাং- শ্রীপুর, পোঃ- কাশিমপুর, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
আজ সরাসরি মদিনা মিশনের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।
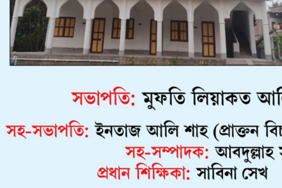
গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**